ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 November, 2023 ■ আগরতলা ১২ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২৫ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

জনস্রোতে ভাসলো ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির

অপুরাম সরকার

আজ থেকে শুরু হচ্ছে আলোর উৎসব দীপাবলি। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্ব বৃহৎ উৎসব গুলোর মধ্যে একান্ন পীঠের এক পীঠ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যের বৃহত্তর মিলন উৎসব দীপাবলি।এ বৎসর মেলা কমিটি উৎসব এক দিন বৃদ্ধি করেছেন। এই মেলার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা:মানিক সাহা। আয়োজক কমিটি রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ ও রাজ্য সভার সমস্ত সদস্যদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করেছেন। আজ থেকে শুরু হওয়া দীপাবলি উৎসব ও মেলা পনেরো নভেম্বর সকাল সাতটায় সমাপ্তি ঘোষণা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। তিনদিনের এই মেলায় পরার দোকান থাকবে ৬১৬টি, সরকারী- বেসরকারী প্রদর্শনী স্টল থাকবে ১৬টি।মেলা শান্তিপূর্ণ ভাবেও নিরবিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৮০০ সোসেবক থাকবে।কল্যাণ সাগরে ২৫ জন ঢাকি ও ৩০০জন বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের মহিলা সদস্যা মাটির প্রদীপ নিয়ে সন্ধ্যা আর্তিতে অংশ গ্রহণ করবেন। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা মধ্যে ২৮টি ড্রপগেট এবং বিশেষ ব্যারিকেড থাকবে।যে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে ষোলোটি সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী ও সাদা পোষাকের পুলিশ থাকবে। ট্রেন সার্ভিস গত বৎসর যেমনটি ছিলো এবছরও তাই থাকবে বলে

মেলা কমিটির চ্যায়ারমেন তথা ৩২মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন। এস বি আই -এর পক্ষ থেকে কিউ আর কোড ব্যবহার করে মায়ের উদ্দেশ্যে দানের ব্যবস্থা করা হয়ছে। অপর দিকে রাজ্যের এবং উদয়পুর শহরের প্রায় ২০০০শিল্পী নিজেদের কৃষ্টি,সংস্কৃতি তোলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন মেলা কমিটির চ্যায়ারমেন অভিষেক দেবরায়। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার জেলার ছোনৃত্যের পাশাপাশি কোলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী অভিজিৎ আচার্যী মতো খ্যাত নামা শিল্পী।আজ

সন্ধ্যায় কল্যাণ সাগরে কল্যাণ আরতি দিয়ে দীপাবলির ৎসব ও মেলার উদ্বোধন হবে।এবারের মেলায় লটারি কুপন বিক্রি করে আয় হয়েছে পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার ছয়শত আশি টাকা।অস্থায়ী দোকান ভীট থেকে আয় হয়েছে গত বৎসরের থেকে প্রায় ছেচল্লিশ শতাংশ কম।গতবছর অস্থায়ী ভীটি বিলি থেকে আয় হয়েছে ৬২৫৯৭০টাকা, এ বছর ভীটি বিলি থেকে আয় হয়েছে মাত্র দুই লক্ষ চুয়াত্তর হাজার একশত নয় টাকা। ট্রাফিক দপ্তর থেকে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন গুলো র সাথে আলোচনা করে জনগনের চলাচল ও মেলায় আসতে যেন না হয় তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

এবার মেলা কমিটি মেলায় আগত অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের বিদ্যুতের বিল মেলা কমিটি বহন করবেন বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে - শুধু লাইন সংযোগের জন্য অল্প মাসুল দিতে হবে। মেলা কমিটি পাঁচ লক্ষাধিক পূর্ণাথীর উপস্থিতি আশা করেছেন।গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদেরমধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে র বিধায়ক তথা মেলা কমিটির চ্যায়ারমেন অভিষেক দেবরায় , রাজ্যের বরিষ্ঠ অর্থ মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, গোমতি জেলা পরিষদের এক্টিং সভাপতি দেবল দেবরায় , মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চ্যায়ার পার্সন সূজন কুমার সেন, গোমতি জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা ,গোমতি জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক সহ অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ।

এই সাংবাদিক সম্মেলন জেলা প্রশাসন বিকাল চারটায় ঘোষনা দিলেও ,সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হয় সন্ধ্যা পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে। প্রায় দেড় ঘন্টা দেরী হওয়ায় সাংবাদিকরা সাংবাদিক সম্মেলন স্থল ছেড়ে চলেযান, পরে মেলা কমিটির চ্যায়ারমেন অভিষেক দেবরায় গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন দেরিতে শুরু হওয়ার পেছনে নেতা মন্ত্রীদের অন্য কাজে আটকে যাওয়ার কথা বলেন। জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের কোন ঘাটতি ছিলোনা। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় পূর্ণাথীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় বেশি হবে বলে মেলা কমিটি আশা ব্যক্ত করে সকল স্তরের ভক্তদের উপস্থিতি কামনা করেছেন।

গভীর রাতে উড়ালপুলে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। ফের গভীর রাতে দুর্ঘটনা উড়ালপুলে। দীপাবলির আগে শহরের উড়ালপুলে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা নিয়ে প্রশ্নের মুখে আরক্ষা প্রশাসন। শনিবার গভীর রাতে উড়ালপুলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে দুর্ঘটনায় ৫-৬ জন আহত হয়েছে এর মধ্যে একজন শিশুর রয়েছে। দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শি জানিয়েছেন গাড়িটি বটতলা থেকে হাঁপানিয়ার দিকে দিকে যাচ্ছিল। বেশ গতি ছিল গাড়িটি। একটি বাইক কে ধাক্কা মেরে ডিভাইডারে গিয়ে আছড়ে পড়ে। তাতেই এই দুর্ঘটনা। পুলিশ গাড়িটিকে উদ্ধার করে। মতামত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছে বলে পুলিশের অভিযোগ। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে উড়ালপুলে।

দীপাবলি

রাষ্ট্রপতি ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি / আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দীপাবলি উপলক্ষে দেশে এবং বিদেশে বসবাসকারী সকল ভারতীয় নাগরিককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, দীপাবলী আনন্দের উৎসব এবং এটি অন্ধকারের ওপর আলোর, মন্দের ওপর ভালোর এবং অন্যায়ের ওপর ন্যায়ের বিজয়কে চিহ্নিত করে। রাষ্ট্রপতি নিরাপদে আলোর উৎসব উদযাপন করার এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রেখে জাতি গঠনের অঙ্গীকার নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে, আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আলোর উৎসব দীপাবলি আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রতীক। দীপাবলির আলোক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীপাবলি ও কালী পূজায় শহরে নিরাপত্তা জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। দীপাবলি ও কালীপূজায় শহরের নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের তরফে থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সিআরপিএফ মোতায়েন করা হচ্ছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার।

এদিন তিনি বলে,এ বছর পশ্চিম জেলায় ২৯৫টি কালীপূজা হচ্ছে। এর মধ্যে সদর এলাকায় ২৬০টি জায়গায় এবং গ্রামীণ এলাকায় ৮৮টি এলাকায় কালীপূজার আয়োজন করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ১৭০ জন টিএসআর কর্মী নিয়োজিত থাকবেন নিরাপত্তার কাজে। ৩৪জন মহিলা পুলিশ এবং ২৫০জন সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, এ বছর এডি নগর পুলিশ লাইনের কালিপূজায় লোক সমাগম বেশি হবে। তার জন্য পৃথক ভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, এডি নগর পুলিশ মাঠে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনএফ রেলের ২৪ জোড়া উৎসব ট্রেন

মালিগাঁও, ১১ নভেম্বর, ২০২৩: উৎসবের সময় যাত্রীদের সুবিধার্থে, ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে দেশজুড়ে স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে। এর লক্ষ্য হলো দীপাবলি ও ছট পুজোর জন্য যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করা, যাত্রীদের জন্য সুগম ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলাচল করছে এবং সময় নষ্ট না করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে। নিয়মিত ট্রেনগুলির সাথে অতিরিক্তভাবে উৎসব ট্রেন চালিয়ে প্রায় ২৬ লক্ষ অতিরিক্ত বার্থ প্রদান করা হয়েছে। প্রধান প্রধান গন্তব্যস্থানগুলির সংযোগী নিয়মিত ট্রেনগুলির ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ২৪ জোড়া উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। স্পেশাল ট্রেনগুলি

কলকাতা, শিয়ালদহ থেকে সংযোগী গুয়াহাটি, আগরতলা, নিউ জলপাইগুড়ির মতো স্থানগুলিতে চলাচল করছে। একইভাবে স্পেশাল ট্রেনগুলি নিউ দিল্লি ও আনন্দ বিহার থেকে পুর্নিয়া, কাটিহারের মতো

স্থানগুলিতে চলাচল করছে। কিছু স্পেশাল ট্রেনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কাটিহার-রাঁচি, আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ, কামাখ্যা-গোরখপুর ইত্যাদি।

পরিকল্পনা অনুযায়ী যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অধিকাংশ উৎসব স্পেশাল ট্রেন নির্ধারিত সময়সূচি হিসেবে চালানোর জন্য সর্বোচ্চ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলির মধ্যে শিলচর-কলকাতা উৎসব স্পেশাল ট্রেনটি নিজের নির্ধারিত সময় ০৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের ০৫.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ট্রেনটি নিজের গন্তব্যস্থল কলকাতায় আগমনের সময় থেকে ২১ মিনিট পূর্বে পৌঁছেছে।

কাটিহার থেকে মনিহারি পর্যন্ত অন্য আরেকটি ট্রেন নিজের নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ১০ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের ২০.৩০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

দীপাবলি ও কালীপূজা উপলক্ষ্যে জাগরণ পত্রিকার সকল গ্রাহক, পাঠক, হকার ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষ্যে রবিবার পত্রিকা অফিসে ছুটি থাকায় সোমবার পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

ধন্যবাদান্তে-
কর্মাধ্যক্ষ

নিরাপত্তা কর্মীর অসহযোগীতার ফলে আইজিএমে রোগী মৃত্যু, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। আইজিএম হাসপাতালে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীর অসহযোগিতার কারণে সংকটাপন্ন এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে দীর্ঘ সময় দাঁড় করিয়ে রাখায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। পরিসিতি সামাল দিতে ছুটে আসে পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানরা।

জানা গিয়েছেন, শুক্রবার রাতে দক্ষিণ চন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা সামু মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে শ্বাসকষ্ট জনিতবরোগে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আইজিএম হাসপাতালে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীর অসহযোগিতার কারণে সামু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই নদী থেকে নবজাতকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। খোয়াই নদীতে ভাসমান সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তেলিয়ামুড়া থানাধীন দশমীঘাট স্থিত এলাকায় ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, তেলিয়ামুড়া থানাধীন দশমীঘাট স্থিত এলাকার সানীয় মানুষ খোয়াই নদীতে ভাসমান এক সদ্যজাত শিশুকে দেখতে পায়। সাথে সাথে তাঁরা পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

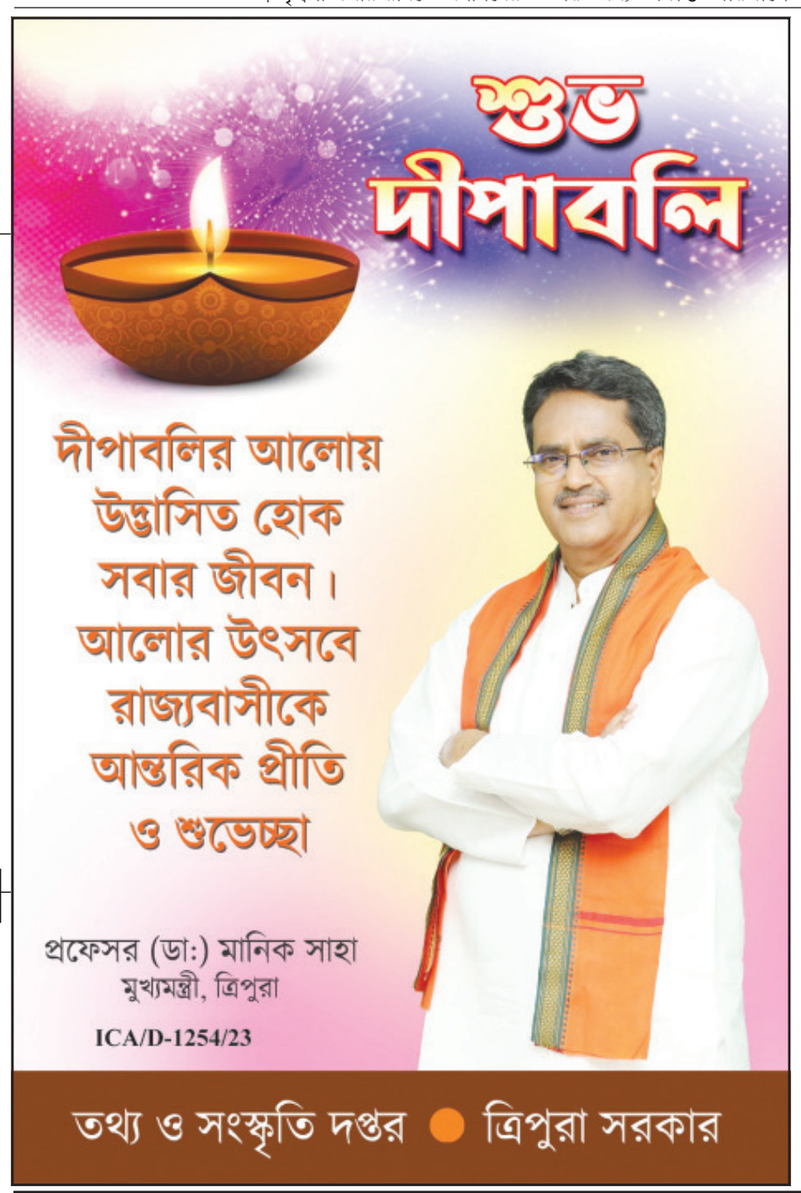

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৩৭ ▫ ১২ নভেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ২৫ কার্তিক ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আজ সম্প্রীতির উৎসব দীপাবলি

আলোর উৎসব দীপাবলি দেশব্যাপী এক আনন্দ উল্লাসের উৎসব। এই উৎসব অতীতের সমস্ত মহাকালীমা ঘুছাইয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়। আলোর উৎসব দীপাবলি আমাদের দেশে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের কাছে সার্বজনীন উৎসব হিসেবে পরিচিত হইতেছে।

দীপাবলী সমগ্র দেশের উৎসব, দেশের প্রত্যেক প্রান্তে এটি ধুমধামের সাথে উদযাপিত হয়। এই উৎসবটি প্রতিটি মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলে। এটি ঐক্যবদ্ধতার প্রতীক। ভারতে প্রায় হাজার বছর ধরিয়া এই উৎসব পালন করা হইতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসী এই উৎসবটিকে খুবই শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসেন। আলোর উৎসব দীপাবলি প্রত্যেকের মন থেকে মুহ কালিমা ঘুচাইয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে উদ্ভাসিত হোক, এটাই প্রত্যাশা।

হিন্দুদের কয়েকটি উৎসবের মধ্যে দীপাবলী অন্যতম। সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া দীপাবলী মহানন্দে উদ্যাপন করা হয়। এই উৎসবের সাথে অনেক পৌরাণিক কাহিনী সংযোজিত আছে। রাবণ এবং ভগবান শ্রী রামের যুদ্ধে রামের জয়ই এই উৎসবের মূল বিষয়। প্রকৃত পক্ষে এটি দুষ্টের দমন ও সৃষ্টিই পালনকে সূচিত করে এবং একে ঘিরিয়া আছে জয়ের আনন্দ। দীপাবলীতে সম্পূর্ণ দেশ জুড়িয়া এক আনন্দের জোয়ার প্লাবিত হয়। মানুষেরা তাহাদের কাছের মানুষদের নিমন্ত্রণ করে। এই দিনে মানুষের বাড়িতে মুখরোচক নানা খাবার তৈরি করা হয় এবং তাহা বন্ধু ও আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। দিপাবলীর দিন মানুষরা আনন্দে এবং কৌতুকে মাতিয়া ওঠেন।দীপাবলীতে সম্পূর্ণ দেশ জুড়িয়া এক আনন্দের জোয়ার প্লাবিত হয়। মানুষে তাহাদের কাছের মানুষদের নিমন্ত্রণ করে। উচ্চ থেকে নিম্ন শ্রেণীর সকল মানুষই সেদিন নূতন পোশাক পরিধান করেন। বাচ্চা এবং যুবারা সেদিন যথেষ্ট আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করেন। এই দিন রাতে প্রচুর আতসবাজী পোড়ানো হয়। অন্ধকার রাতে বিভিন্ন রকম বাজীর আলো এক অপূর্ব রূপ সৃষ্টি করে।

উৎসবের একটা সুন্দর রূপ আছে। প্রত্যেকে সুন্দর পোশাক পরিধান করিয়া আনন্দে মাতিয়া ওঠে। অনেকে এই দিনটি উদ্দীপনার সাথে পালন করে। রাতে প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজের বাড়িতে লাইট, প্রদীপ, মোমবাতি এবং টুনিলাইট জ্বালাইয়া থাকেন। তাহারা খাদ্য এবং পানীয়ের মাধ্যমে দিনটিকে উপভোগ করে। শহর এবং ঘরগুলি লাইট দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় এবং চতুর্দিক থেকে বাজীর আওয়াজ কানে আসে। শুধুমাত্র বাড়িগুলিই নয় সরকারী অফিস এবং বেসরকারী সংস্থাগুলিকেও সুন্দরভাবে সাজানো হয়। এই দিন সন্ধ্যার রূপ সত্যিই অসাধারণ থাকে। দীপাবলীর আনন্দ উল্লাসে জাতি ধর্ম বর্ণ সকল অংশের মানুষ মিলে মিশে একাকার হইয়া যাক।।

আলোর উৎসব আনন্দ উল্লাসের হইলেও নিজেদের আনন্দ উল্লাস যাহাতে অন্যের জন্য নিরানন্দের কারণ হইয়া না উঠে সেই দিকে প্রত্যেককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দীপাবলিতে ব্যাপক হারে শব্দবাজি পুরানো হয়। বি কোড আওয়াজের এইসব শব্দবাজি পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়া রীতিমত চিন্তিত। বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তরের কর্মে এবং পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এইসব বিষয়ে জনগণকে সতর্ক ও সচেতন হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে পরিবেশ বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদী মানুষের পরামর্শ গণ্য করা খুবই জরুরী। মনে রাখিতে হইবে পরিবেশ সুস্থ না থাকিলে আমরাও সুস্থ থাকিতে পারিব না। সে কারণেই সচেতন নাগরিকদের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখিবার তাগিদেই শব্দ বাজি পুরানো হইতে বিরত থাকিতে হইবে। প্রশাসনের তরফ হইতেও এসব বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে।

হরিয়ানার গুরুগ্রাম জেলায় দিল্লি-জয়পুর হাইওয়েতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত চার

গুরুগ্রাম, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : হরিয়ানার গুরুগ্রাম জেলায় দিল্লি-জয়পুর হাইওয়েতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, শুক্রবার মাঝরাতে।

হরিয়ানার গুরুগ্রাম জেলার বিলাসপুর থানার অধীনে দিল্লি-জয়পুর জাতীয় সড়ক-৪৮-এ একটি গাড়ি এবং একটি পিকআপ ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় গাড়ি ও পিকআপের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। মৃতদের শনাক্ত করার কাজ চলছে। পতৌদির এসিপি হরেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, এই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। মৃতদেহগুলি শনাক্ত করার পর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। শুক্রবার মধ্যরাতে জয়পুর থেকে দিল্লিগামী একটি ১৬ টায়ারের ট্রাক বিলাসপুর থানা এলাকায় ডিভাইডারের ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারে চলে যায়। সে সময় দিল্লি থেকে জয়পুরগামী একটি পিকআপ ভ্যান ও একটি গাড়ির ওই ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সিএনজি গাড়ি হওয়ায় আগুন ধরে যায়। গাড়িতে থাকা তিনজনের আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে।

মৃতরা হলেন, জিতেন্দ্র, লোকেশ সাইনি, পবন দুবে এবং দীপক। দুর্ঘটনার পর ট্রাক চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করে চালকের খোঁজ শুরু করেছে। চালকের বিরুদ্ধে বিলাসপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

করিমগঞ্জের বাজারিছড়া নেতাজিপল্লি কালীবাড়ি মাতৃপুজোর প্রস্তুতি সম্পন্ন

বাজারিছড়া (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাধীন বাজারিছড়ার কালাছড়া নেতাজিপল্লিতে অবস্থিত সর্বজনীন কালীবাড়ি চ্যারিট্যাবল ট্রাস্ট আয়োজিত মাতৃপুজোর প্রস্তুতি সম্পন্ন। এবারের কালীপুজোয় বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট শিল্পীরা শ্যামাসংগীত পরিবেশেন করবেন।

কালী পূজার দিন সন্ধ্যা থেকে শুরু হবে জমজমাট শ্যামা সংগীতের আসর। আসর মাতাবেন বরাক উপত্যকার স্বনামধন্য সংগীতশিল্পী তথা ত্রিপুরা আইডল ২০২৩-এর রানার্সআপ অভয় অধিকারী। শ্যামা সংগীত পরিবেশন করবেন বাহার দেবনাথ, পূজা দেবনাথ সহ আরও বহু শিল্পী। উল্লেখ্য, এই কালীবাড়িতে এবার মাতৃপূজার দশ বছর পূর্ণ হবে। সাত্বিকতার মাধ্যমে পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হবে। পূজা করবেন পুরোহিত বিধান ভট্টাচার্য্য। রাতে কালীপূজা শেষে পরের দিন সকাল পর্য্যন্ত ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে।

এবারের কালীপূজা পরিচালন কমিটির সভাপতির দায়িত্বে আছেন মিহির দাস, সম্পাদক পরিতোষ দেব এবং কোষাধ্যক্ষ কানাইলাল রবিদাস।

শিলিগুড়িতে খোয়া যাওয়া মোবাইল মালিকদের ফিরিয়ে দিল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): শিলিগুড়িতে খোয়া যাওয়া ২৬টি মোবাইল ও ৬টি সাইকেল মালিকদের ফিরিয়ে দিল প্রধাননগর থানার পুলিশ।

শনিবার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য্য হারিয়ে যাওয়া ফোন মালিকদের হাতে তুলে দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরা। এদিন হারানো ফোন ফেরত পেয়ে খুশি মালিকরা। রোহিত সিংয়ের বক্তব্য, কালীপুজোর আগে আচমকা পুলিশের থেকে ফোন ফেরত পাওয়ার খবর শুনে তিনি খুশি।

শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে পালিত হয় শ্রীশ্রীকালী পূজা। পুরাকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মানুষ অশুভ সঙ্কেত বলে স্বীকার করতো। বিপণ্ন, অসহায় ও সাধারণ গোবেচারা মানুষগুলো সেই অশুভ শক্তির হাত থেকে পরিত্রান পাওয়ার আশায় সৃষ্টি হয়েছিল ঈশ্বর সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা। শোকে তাপে জর্জরিত নিরুপায় মানুষ যখন দিশেহারা হয়ে ওঠে তখনই বোধহয় মনে জাগে ঈশ্বর চিন্তা। তাই কাউকে অবলম্বন করে সে সাময়িক দুঃখ-শোক ভুলে থাকতে চায়। মানব সভ্যতার আদি পর্ব থেকেই ঈশ্বর বলে কেউ আছেন কি নেই বা তাঁর স্বরূপ কি এই প্রকার নানাবিধ প্রশ্ন তাঁকে অপার কৌতূহলী করে রেখেছে আজও। তবুও সেই অদৃষ্ট দেবতার শ্রীচরণেই তাঁর যত প্রার্থনা ও আকুতি। সেই পুরাতন অভ্যেস বশতঃ এখনো মানুষ তাঁর আরাধ্য দেবতার শ্রীচরণকমলে মানত করেন, পুজো দেন বা ধর্ণা দেন আসন্ন বিপদমুক্ত হওয়ার অভিপ্রায়। প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় মানুষ কখনও ভীত, কখনও বিস্মিত আবার কখনও মুগ্ধ। কার পুজো করলে সে শান্তি পাবে বা বিপদমুক্ত হবে তাঁর মনে কেবল এই চিন্তা। সেই কারণে মানুষ জড়, জীব এবং প্রকৃতিকে স্বেচ্ছায় দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। আর তখন থেকেই পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেবতার পুজো করে চলেছেন।

বৈজ্ঞানিকরা যেমন একের পর এক অভিনব পদ্ধতিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় নিত্য নতূন নানান সামগ্রী আবিস্কার করে চলেছেন, সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উন্মোচনে তাঁরা সদাই ব্যস্ত। ঠিক তেমনই আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান। তাই যোগী ঋষিরা ঈশ্বরকে জানার খোঁজে সদাই ব্যস্ত। আপাতদৃষ্টিতে পৃথক মনে হলেও উভয়ের খোঁজই এক এবং অনির্বচনীয় । উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। একজন বহির্মুখি অর্থাৎ বাহ্যিক অন্যজন অন্তর্মুখি অর্থাৎ আত্মিক।

কালীতত্ত্ব নিয়েও সাধকদের কৌতূহলের শেষ নেই। পূর্বে কালীরূপী শক্তির আরাধনা হতো ঘট বসিয়ে, মূর্তি বিহীন। তখনো কালীর মূর্তি আবিস্কার হয়নি। বর্তমানে কালীর যে ভীষণা আগ্রাসী করাল রূপিণী, এলোকেশী উলঙ্গিনী, পতিদেহ পেষণকারী মূর্তি আমরা কার্তিকি অমাবস্যা তিথিতে দেখতে পাই সেই রূপ উপস্থাপিত হয়েছিল নবদ্বীপবাসী তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের দ্বারা। তিনি ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বাঙালি তন্ত্রসাধক এবং সাধককবি রামপ্রসাদ সেনের তন্ত্রসাধনার দীক্ষাগুরু। তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশই সর্বপ্রথম কালীরূপী শক্তিকে মূর্তি আকারে প্রকাশ করেন। কথিত আছে স্বয়ং মা কালী তাঁর ভাবী নিজ রূপের বিষয় সম্পর্কে ভক্ত আগমবাগীশকে স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি মা কালীর রূপ সম্পর্কে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন ---'ভোরে ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম যার দর্শন পাবি তাঁরই মধ্যে দেখতে পাবি আমার রূপ'। মায়ের স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই তিনি দেখতে পান অল্পবয়সী কালো একটি মেয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে ঘুটে দিচ্ছে। তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে এক ঝলক দেখতে পেয়েই মেয়েটি লজ্জায় জিভ বের করে তৎক্ষনাৎ ছুটে পালিয়ে যায়। এই দৃশ্য সন্দর্শনে তাঁর এতদিনের চিন্তা — ভাবনার অবসান ঘটে । তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে অবশেষে একদিন ফুটে ওঠে মা কালীর প্রকল্পিত রূপকল্প। সেই রূপের নামকরণ হয় 'দক্ষিণাকালী'। চির আকাঙ্ক্ষিত ও আরাধ্য নিরাকার দেবী কালী এর পরে সাকারে পরিবর্তিত হন। এরপর নবদ্বীপের রাজা মায়ের মন্দির তৈরী করে প্রতিষ্ঠা করেন মায়ের মূর্তি। আগমবাগীশ দ্বারা তৈরী দক্ষিণাকালী নবদ্বীপে রাজার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে আজও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়। সামাজিক ভাবে মায়ের মূর্তি পুজোর প্রচলন হলেও দক্ষিণাকালী মায়ের বিধ্বংসী ভয়াবহ রক্তাক্ত মুন্ডমালা পরিহিতা ও রক্তপায়ী মুক্তকেশী কালী সর্বজনপ্রিয় হয়ে ওঠায় বঞ্চিতা ছিলেন। ভাবের ঘরে কোথাও যেন একটু অভাব থেকে গিয়েছিল। যদিও এই ভীষণাকার মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী বাঙালিরা ব্রিটিশ আমলে জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করতেন। ভয়ঙ্করী আগ্রাসী কালীর রূপ থেকে মা কালীকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য ও স্নেহময়ী করে তোলার পক্ষে যার কথা সর্বাগ্রে স্মরণে আসে বা যার অবদান অনস্বীকার্য সে আর কেউ নয়, সেও নবদ্বীপবাসী তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়েরই যোগ্য শিষ্য হালিশহর বাসী সাধককবি রামপ্রসাদ সেন (১৭২০ - ১৭৮১)।

হিন্দুশাস্ত্রমতে আদ্যাশক্তি বা মহাশক্তি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। মানুষ নিজের বৈশিষ্ট অনুযায়ী তাঁদের দেব-দেবীদের সৃষ্টি করে নিয়েছেন। সেইজন্যে কথায় বলে — Man made his God in his own image। মূলত আমরা সকলেই অখন্ড পরমেশ্বরকেই আরাধনা করি। শ্রীশ্রীচন্ডীতে সেই মহাশক্তিরূপিণী কালীকে বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন --- চন্ডীকা, চামুন্ডা, তামসী, খড়্গিনী, রক্তদন্তিকা, ভদ্রকালী ইত্যাদি।

দেবীপুরাণ ব্যখ্যা অনুযায়ী দেবী দুর্গম অসুরের পিতা রুরুকে হত্যা করে তাঁর চর্ম ও মুন্ড বাম হস্তে ধারণ করেছিলেন বলে তিনি চামুন্ডা নামে পরিচিতা। তিনি কালক্রমে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনী বলে দেবতারা তাঁর নামকরণ করেছিলেন কালী। আবার অন্যমতে কালকে নিয়ন্ত্রন করেন বলে তিনি কালী নামে পরিচিতা। কালী শুধুমাত্র কাল হরণকারিনী নন, ইনি জ্ঞানতত্ত্ব প্রদায়িনী। চতুবর্গ লাভেরও সহায়ক। ভক্তি ও মুক্তি কামনাতেও ভক্তগণ সর্বাগ্রে কালীকেই স্মরণ করেন।

কালী নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত। ব্রহ্মার মানসপুত্র রাজা দক্ষের দ্বারা অনুষ্ঠিত শিবহীন যজ্ঞস্থলে সতী পতি নিন্দা শুনতে না পেরে দেহহত্যা করেছিলেন। সেই সময় গিরিরাজ হিমালয় পত্নী মেনকা একটি কন্যা লাভের আশায় হিমালয়ে বসে তপস্যা করছিলেন। মহামায়া সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিয়ে বলেছিলেন — মানুষ, দেবতা, অসুর ও সকল জীব জগতের কল্যান হেতু আমি তোমার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবো।

পদ্মপুরাণ অনুসারে, পাবর্তী গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন ব্রহ্মা রাত্রি দেবীকে মেনকা গর্ভে প্রেরণ পূর্বক তাঁর গাত্রবর্ণ কালো করে দেন। যথাসময়ে মেনকা এক অপরূপ রূপসী কন্যার জন্ম দেন কিন্তু তিনি ছিলেন শ্যামবর্ণা । কন্যার প্রকৃত গাত্রবর্ণ ছিল নীল পদ্মের মতো। সেই কারণে কন্যার নামকরণ করা হয় কালী।

আবার অন্য দিক থেকে, পর্বত গুহায় তপস্যার ফলে জন্ম হওয়ার কারণে কন্যার আরেক নাম হয় পাবর্তী। যৌবন প্রাপ্ত হলে পরে পাবর্তী শিবকে পতি রূপে পাওয়ার কামনায় কালিকা রূপেই ঘোর তপস্যা করেছিলেন। অতঃপর পাবর্তীর তপস্যায় শিব প্রসন্ন হন। উত্তরকালে এই কালী বা পাবর্তীর বিবাহ সম্পণ্ণ হয় দেবাদিদেব মহাদেব শিবের সাথে।

একবার দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে কয়েকজন অপ্সরা এসেছিলেন শিব সমীপে কৈলাশে। সেই গৌরবর্ণা সুন্দরী অপ্সরাগণ মহাদেবের স্তবপাঠ করতে শুরু করলে মহাদেব তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন --- পুরুষের অতিথি পুরুষ আর নারীর অতিথি নারী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতএব আপনারা কালিকার কাছে গমণ করুন। এই কথা বলে মহাদেব পাবর্তীর নিকটে গিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করলেন — 'হে অঞ্জনসদৃশ শ্যামলা কালী'। সুন্দরী অপ্সরাদের সন্মুখে এইভাবে স্বামীর দ্বারা সম্বোধিত হওয়ার কারণে দেবী পাবর্তী অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। স্বামীর উপর তাঁর অভিমানও হয়। তিনি গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত করার অভিপ্রায় আবার তপস্যা শুরু করেন। ব্রহ্মার বরেই তিনি পুনরায় কৃষ্ণ কোষ থেকে পরিত্রান পান। কঠোর তপস্যার ফলে শ্যামাঙ্গী দেবী নিজ দেহের কৃষ্ণ কোষগুলি ত্যাগ করে হন গৌরবর্ণা। আর তাঁর পুরাতন কোষ থেকে সৃষ্টি হয় দেবী কৌশিকী।

মার্কন্ডেয় পুরাণ অনুসারে, একদা দেবী কৌশিকী বা দেবী চন্ডী যখন স্নানরতা ঠিক সেই সময় সমস্ত দেবতারা একত্রিত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বলেন যে, অসুরপতি তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এই

অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ শ্রবণ মাত্র ক্রোধে তিনি কৃষ্ণবর্ণা কালীতে রূপান্তরিত হয়ে যান। অসুরপতি প্রেরিত ধূম্রলোচনকে তিনি ভস্ম করে দেন। এরপর রক্তবীজের রুধির পান করে দেবী তাঁকে বধ করেন। অবশেষে চন্ড-মুন্ড নামে পরাক্রান্ত অসুরদ্বয়কে বধ করার পর তিনি উন্মত্ত পদক্ষেপে মেদিনী কাঁপিয়ে উলঙ্গিনী অবস্থায় তাঁর দুই বাম হস্তে খঙ্গা ও ছিন্নমুন্ড এবং দুই দক্ষিণ হস্তে অভয় ও বরদ মুদ্রা সহযোগে খন্ডিত বাহুমালায় কটি বেষ্টিত ও রক্তজবা সম নয়ন যুগল বিশিষ্ট মুক্তকেশী কালী চন্ড --- মুন্ডের ছিন্ন মুন্ড দেবী কৌশিকীকে উপহার দেওয়ার অভিপ্রায় রওনা হলেন। উন্মত্ত, উলঙ্গিনী ও রুদ্রানী কালীকে বাঁধা দেওয়ার অভিপ্রায় অনন্যোপায় দেবাদিদেব মহাদেব শব হয়ে দেবীর পদতলে লুটিয়ে পড়েন। এই অত্যাশর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের অন্তঃকরণে নানান জটিল প্রশ্নের উদয় হওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পদতলে শিবের নিশ্চল অধিষ্ঠান সম্পর্কে মানুষের অপার কৌতূহল দেখা দেয়। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে —

প্রথমতঃ ক্রোধে উন্মত্তা দেবীর ক্রোধ প্রশমিত করার চেষ্টায় দেবাদিদেব মহেশ্বর দেবী কালীর পদতলে স্বেচ্ছায় স্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং দেবীর উলঙ্গিনী অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত করাটাও ছিল তাঁর প্রধান ও অন্যতম কারণ। হঠাৎ অসাবধানতা বশতঃ স্বামীর বুকে পা রাখতেই দেবী কালী সম্বিৎ ফিরে পান আর নিজ কৃতকর্মের দরুণ তিনি লজ্জায় জিভ কাটেন।

দ্বিতীয়তঃ বলা যেতে পারে, কালীর পদতলে শায়িত শিবকে শবরূপে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ মা কালীর পদস্পর্শে পিষ্ট অসুরের শিবত্ব প্রাপ্তি লাভের ইঙ্গিত বহন করে এই ঘটনা। শিবত্ব প্রাপ্তির অর্থ শুভ বুদ্ধির জাগরণ। শক্তিরূপিণী মহামায়ার কৃপায় আসুরিক বৃত্তি অপসারিত হয়ে শিবত্ব প্রাপ্তিও যে ঘটতে পারে এটা তারই প্রতীক।

তৃতীয়তঃ নারীশক্তির অধীনে বিরাজ করে পুরুষশক্তি। পুরুষের যাবতীয় শক্তির উৎস নিহিত থাকে নারীশক্তির সত্ত্বায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীর প্রত্যেকটি পুরুষ নারী জাতির কাছে ঋণী। যেই দেশ বা সংসারে নারীরা সম্মান পান না, সেই দেশ বা সংসারে কখনও উন্নতিও হয় না। এই প্রসঙ্গে ইংরেজিতে বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য আছে — Behind every successful man– there stands a woman কথাটা উত্থাপন করার একমাত্র কারণ এই যে, শুধু প্রাচ্যে নয় এই সর্বজন স্বীকৃত মতটি পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও একান্তভাবে তাৎপর্যপূর্ণময়। তাঁরা তুলনায় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও তাঁদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতার দ্বারা স্বীকার করে নিয়েছেন কথাটা। নারী যে পুরুষের চেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ সেকথা তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেন। আমাদের দেশের প্রথম বাঙালি যিনি নারী জাতির শ্রেষ্ঠত্ব কায়মনোবাক্যে স্বীকার করেছিলেন তিনি আর কেউ নন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে' --- তিনি আমাদের দেশের মহিয়সী নারীদের কথা ভেবে অশ্রু বিসর্জন করতেন। সেই কারণে তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যাবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করে আইনের সহায়তায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দেহে প্রাণ ছিল তিনি অকাতরে নারী জাগরণের সপক্ষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মানুষ স্ত্রীজাতীর পক্ষপাতী বলেও অবিহিত করেন। তিনি সমগ্র নারী জাতি সম্পর্কে বলেছিলেন ---"যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, কেবল লৌকিক রক্ষণই প্রধান ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে"।

কালীর বিভিন্ন মূর্তির পায়ের তলায় শবরূপী শিবের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন --- কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। আবার শিবহীন মূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন — ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী এবং মহাকালী প্রভৃতি। এছাড়া আরো বিভিন্ন রূপে কালীর সাক্ষাৎ মেলে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত নবদ্বীপের রাসের শোভাযাত্রায়। যেমন ফিরিঙ্গি কালী, কৃষ্ণকালী প্রভৃতি।

কালী অনার্যদের দেবী হিসেবে স্বীকৃত। আর্যরা ভারতে আসার বহু পূর্বে মানব সভ্যতার প্রথম পীঠস্থান মহেঞ্জোদড়ো খননকালে পাওয়া গিয়েছিল কালী মূর্তির নিদর্শন। সেই যুগের বিভিন্ন স্থানে আদিম অধিবাসীরা বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে বা গিরিগুহায় থাকাকালীন পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে যে দেবী প্রতিমার শ্রীচরণ তলে বসে কায়মনোবাক্যে ভক্তি নিবেদন করতো সে আর কেউ নন আমাদের আজকের দিনের পরম আরাধ্যা দেবী মা কালী। উলঙ্গিনী, বিধ্বংসী ও ভয়াবহ নৃশংস করালরূপিণী মাতৃ আরাধনা হতো তন্ত্রমতে পঞ্চ ম-কার সহযোগে। নরবলি বা পশুবলি দেওয়ারও প্রচলিত রীতি ছিল সেই কালে। শক্তিরূপিণী মহামায়া কালীকে প্রসন্ন করার অছিলায় নিজের মনোস্কাম চরিতার্থ করার উপায় স্বরূপ এই প্রথা প্রচলিত ছিল। মা কালী বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিতা। যেমন --- মহীশূর, মাদুরাই, কাঞ্চী, কামাক্ষা এবং উজ্জয়িনীতে। বহির্ভারতেও কালী আরাধনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। যেমন --- দক্ষিণ এ্যামেরিকায় স্থিত গুয়াতেমালায়, মেসোপটেমিয়া অর্থাৎ ইরাকে এবং আফ্রিকা মহাদেশে। এতদ্দারা স্পষ্ট প্রমানিত যে, মাতৃশক্তির উপাসনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও প্রচলন ছিল। অযোধ্যার রাজা দশরথের কুলগুরু ও 'ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ মুনি বহুযুগ ধরে নীলাচলে তারা মায়ের সাধনা করে সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হয়ে পিতার কাছে গিয়ে অভিমান করে ব্যর্থতা প্রকাশ করলে পিতা তাঁকে কামাখ্যা যোনিমন্ডল সাধনা করবার উপদেশ দেন। সেখানেও বশিষ্ঠ মুনি সিদ্ধিলাভে অক্ষম হলে ক্রোধে ব্রহ্মদত্ত তারাবীজকে অভিসম্পাত করেন। একদা এই কামরূপ কামাখ্যা অঞ্চলেই ছিল বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম নাম --- বশিষ্ঠাশ্রম। সেই স্থান এখনও স্বমহিমায় সাক্ষীবৎ বিরাজমান। তখন দৈববাণী শুনতে পান --- বশিষ্ঠ, তুমি আমার সাধনার আচার জানো না, তাই ব্যর্থ হয়েছো। মহাচীনে বুদ্ধরূপী জনার্দন তোমাকে সাধনার পথনির্দেশ করবেন, তুমি তাঁর কাছে যাও।

বশিষ্ঠদেব তখন মহাচীনে বুদ্ধরূপী জনার্দনের কাছে গিয়ে অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে তিনি সকল উপদেশ দিয়ে বললেন — বক্রেশ্বরের ঈশান কোনে বৈদ্যনাথধামের পূর্বদিকে দ্বারকা নদীর পূর্বতীরে যেখানে শ্বেত শিমুলবৃক্ষ আছে, সেখানেই তোমার আরাধিতা তারা আছেন। সেই তারা শিলাময়ী। দেবী দ্বিভূজা, সর্পময় যজ্ঞোপবীত ভূষিতা, বাম-ক্রোড়ে পুত্ররূপে স্বয়ং মহাদেব শায়িত — এইরূপ চিন্তা করে সাধনা করো। জনার্দনের এই শিক্ষা ও সাধনার বিধিকে বলা হয় চীনাচার। অতঃপর বশিষ্ঠদেব এইখানে বসে তারা মায়ের সাধনা করে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোর পূর্বদিনে শুক্লা চতুর্দশীর দিন তাঁর পরম আরাধ্যা তারা মায়ের দর্শন লাভ করে সিদ্ধিলাভ করেন। তারা মায়ের আটটি রূপ যথা --- তারা, উগ্রতারা, মহোগ্রতারা, বজ্রা, নীলা, স্বরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী। এই কারণে তারা মাকে অষ্টতারিণী বলা হয়। বশিষ্ঠদেব ব্যতীত পরশুরাম, ভৃগু, দত্তাত্রেয় ও দুর্বাসা প্রমুখ মহর্ষিগণও তারা বিদ্যায় সিদ্ধ ছিলেন।

তিব্বতের লামা সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসীরাই তন্ত্রসাধনার প্রধান ধারক ও বাহক। বৌদ্ধরাই তন্ত্রের স্রষ্টা। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের মতে — 'তন্ত্রসাহিত্যের কোন গ্রন্থই বোধহয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে রচিত হয় নাই'। বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুতন্ত্র অপেক্ষা বহু প্রাচীন। বৌদ্ধতন্ত্র থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল হিন্দুতন্ত্রের যাবতীয় আচার ও নিয়ম কানুন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বলিরাজার বংশধর রাজা বিসফানীর আদেশে আজকের আসাম প্রদেশে তন্ত্রসাধনার উৎপত্তি হয় তিনি বৌদ্ধধর্ম নির্মূলের জন্য এখানে কামাখ্যা মন্দির স্থাপন করেন এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের নাম পরিবর্তন করে দেবী কামাখ্যার নামে নতুন নামকরণ করেন কামরূপ কামাখ্যা।

আমরা যারা আদ্যাশক্তি চিন্ময়ীকে জগন্মাতা রূপে আরাধনা করি তিনি হলেন নারীমূর্তি। নারী মূর্তির স্নেহময়ী মাতৃরূপ আমাদের স্মরণ---মনন---চিন্তা-ভাবনার চরমতম প্রকাশ। 'স্ত্রীয়ং সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'। এই মন্ত্র পৃথিবীর সমস্ত নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নারীর সন্মানার্থে সমস্ত বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ৮ই মার্চ তারিখে women's day পালন করেন তাই প্রকৃত সাধক জগতের প্রত্যেকটি নারীর মধ্যে আদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রতিচ্ছবি দেখতে পান বা দেখার চেষ্টা করেন। মনটাকে মাতৃময় করতে না পারলে মহামায়ার দর্শন পাওয়া কঠিন। সাধারণ বিচারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা ব্যতীত যেমন ভাল গায়ক হওয়া যায় না, ঠিক সেইরকম তন্ত্রসাধনা ব্যতীত মাতৃ দর্শনও অসম্ভব। আচার্য শঙ্কর, মহামানব যীশু থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর অবতার পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকেও তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হয়েছিল। এমন আরো অনেকে। অর্থাৎ নিকৃষ্টতম সত্ত্বা নিয়ে কখনও উৎকৃষ্টতম শিক্ষার অধিকারী হওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে -

'খেতড়ির একটি ঘটনা বিশেষ মর্মস্পর্শী ; উহাতে যেন স্বামীজীর একটা নূতন দিকে চক্ষু খুলিয়া গেল। এক সন্ধ্যায় এক নর্তকী গান গাহিয়া রাজার চিত্তবিনোদন করিতেছিল। সঙ্গীতের আরম্ভকালে স্বামীজী আপনার ঘরে ছিলেন ; রাজা তাহাকে সঙ্গীতের আসরে আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। স্বামীজী কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে ঐ আসরে উপস্থিত থাকা অনুচিত। গায়িকা ইহা শুনিয়া খুবই মর্মাহত হইল এবং স্বামীজীর কথার প্রত্যুত্তরচ্ছলেই যেন গান ধরিল — হমারে প্রভু অবগুণ চিত ন ধরো,

সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো, অব মোহি পার করো।

সঙ্গীতটি স্বামীজীর হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল ; সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বাইজী যেন তাঁহাকে এক অবহেলিত সত্য স্মরণ করাইয়া দিতেছিল — জগতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', সর্ববস্তুর পশ্চাতে এক অভিন্ন ব্রহ্মসত্তা বিরাজিত, এমনকি ঘৃণিতা নারীতেও তিনি বিদ্যমান। অতএব স্বামীজী আসরে আসিয়া সকলের মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি পরে বলিয়াছিলেন, 'গানটি শুনে আমার মনে হলো, এই কি আমার সন্ন্যাস ? আমি সন্ন্যাসী, অথচ আমার ও এই নারীর মধ্যে আমার ভেদজ্ঞান রয়ে গেছে ; সে ঘটনাতে আমার চোখ খুলে গেল। সর্ববস্তু সেই একই সত্তার অভিব্যক্তি জেনে আমার আর কাউকে নিন্দা করার জো ছিল না'।

জগৎব্যাপী সর্বত্রই মাতৃমহিমার কীর্তন। তাই মাতৃশক্তির আরাধনায় আমরা তিথি অনুযায়ী পূজো করি মা দূর্গা বা গৌরীর, মা কালীর, মা লক্ষ্মীর বা মা সরস্বতীর। দেবাদিদেব মহেশ্বরের দুই ঘরণী দূর্গা বা কালী, এরা যথাক্রমে সাত্বিক এবং তামসিক ভাবের প্রতিরূপ। দুই বিপরীত ধর্মী মাতৃশক্তি নিরন্তর এই পৃথিবীকে চালনা করে চলেছেন। সুতরাং আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমাদের মা বিনে গতি নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা মা'য়ের কাছে চিরঋণী। যেমন অনেক সময় আমরা কথাচ্ছলে বলে থাকি - 'আমার মা আছেন আর আমি আছি, ভাবনা কি আছে আমার ? আমি মায়ের হাতে খাই-পরি, মা নিয়েছেন আমার ভার'।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অসম্পূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প শেষ করতে আওয়ামী লীগকে ভোট দিন: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ১১।। অসম্পূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পন্ন করতে আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, নির্বাচন আসছে এবং আমি চাই আপনারা নৌকায় (আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক) ভোট দিন। যাতে আমরা আবার আপনাদের সেবা করতে পারি এবং অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারি।

এদিন বিকালে মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের টাউনশিপ মাঠে আওয়ামী লীগের মহেশখালী উপজেলা শাখার আয়োজনে এক জনসভায় ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দেশের জনগণের ভোটে ক্ষমতায় এসে টানা তিন মেয়াদে সরকার গঠন করেছে। তিনি ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির জন্য রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা-পাল্টা নিষেধাজ্ঞাকে দায়ী করেছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা এটা মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি। আমরা মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিয়েছি এবং খুব শিগগিরই মূল্যস্ফীতির হার কমবে। মানুষ আরও ভালো জীবনযাপন করতে পারবে। তিনি সবাইকে তাদের জমির প্রতিটি ইঞ্চি কৃষিকাজে ব্যবহার করার এবং যতটুকু সম্ভব উৎপাদন করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন,দয়া করে এক ইঞ্চি জমিও কৃষি উৎপাদন ছাড়া খালি রাখবেন না।

আমাদের নিজেদেরই দেশের উন্নয়ন করতে হবে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, তার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশকে স্বাধীন করেছিলেন এবং জনগণের ভাগ্যের উন্নয়ন করা তার দায়িত্ব। তিনি বলেন, জাতির পিতা বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তার আদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা দিয়েছি।

শেখ হাসিনা বলেন, সে লক্ষ্যে জনগণকে নৌকায় ভোট দিতে হবে এবং আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, শুধু আওয়ামী লীগই পারে, আর কেউ পারবে না। অন্যদের দেশপ্রেম এবং জনগণের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। সাধারণ মানুষের ওপর ফের অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বিএনপি ও তার সহযোগীদের কড়া সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, মানুষের মধ্যে যদি মানবতা থাকে, তাহলে সে কাউকে জীবন্ত পোড়াতে পারে না। তিনি বলেন, তাদের একমাত্র কাজ হলো মানুষকে জীবন্ত পোড়ানো এবং সম্পত্তি ধ্বংস করা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাই জনগণকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি জানান, গণমানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত তারা। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনে আমার বাবার মতো রক্ত দিতে প্রস্তুত আমি।

আমার একমাত্র কাজ হলো আপনাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

মহেশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার পাশা চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ এবং মহেশখালী ও কুতুবদিয়া আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আশেক উল্লাহ রফিক।

চাঁদনি চকের বহুতলে আগুন, কালো ধোঁয়ায় ঢাকল গোটা এলাকা

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): চাঁদনি চকের বহুতলে আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢাকল গোটা এলাকা। ঘটনস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করছে।

শনিবার সকাল ১০টা ৩৫ মিনিট নাগাদ চাঁদনি চক মার্কেট কমপ্লেক্স এলাকার একটি বহুতল থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। তড়িঘড়ি দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

ধোঁয়া বেশি থাকায় মাস্ক পরে ওই বহুতলে ঢোকেন দমকল কর্মীরা। ভিতরে ঢোকেন দুজন। শুরু হয় আগুনের উৎস খোঁজার কাজ। ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন লাগায় কিছুটা বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। এখনও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। এদিকে, বহুতলে আগুন লাগায় আতঙ্কিত আবাসিকরা। চলছে বহুতল ফাঁকা করার কাজ।

কলকাতা থেকে ওড়িশাগামী বাসে আগুনে মৃত ১, আহত ৩০

খড়গপুর, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর থানার মাদপুরের কাছে কলকাতা থেকে ওড়িশাগামী একটি বাসে আগুন লাগে। শুক্রবার রাতে এই ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক যাত্রীর বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন যাত্রী।

মানস ভুঁইয়া বলেন, "এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কলকাতা থেকে ওড়িশাগামী একটি বাসে আগুন ধরে যায়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন এক যাত্রী। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। অন্য যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে জাতীয় সড়কের উপরে দাউদাউ করে জ্বলে উঠে যাত্রিবাহী বাসটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলের পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রাণ বাঁচাতে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েন বেশ কয়েকজন যাত্রী।।

প্রাথমিক তদন্তের পর দমকেলর অনুমান, ইঞ্জিনে গোলযোগের কারণে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে। এই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল ব্লক সভাপতি তৃষিত মাইতি বলেন, "রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ আমরা খবরটা পাই। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় আমরা। দাউদাউ করে বাসটি জ্বলছিল।" পথচারী ও এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন আগুন লাগার পরই বাসটির ড্রাইভার ও খালাসি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। কিছু যাত্রী জানলা ভেঙে ঝাঁপ দিয়ে বাইরে বেরোন। তাঁদের মধ্যে অনেকে নয়ানজুলিতে পড়ে যান।আহতদের হাসতাপাতালে চিকিৎসা চলছে।

সুরাট রেল স্টেশনে হুড়োহুড়িতে পদপৃষ্ট হয়ে মৃত এক, আহুত বহু

সুরাট, ১১ নভেম্বর (হি.স.): অত্যাধিক ভিড়ের জন্য গুজরাটের সুরাট রেল স্টেশনে হুড়োহুড়িতে পদপৃষ্ট হয়ে কমপক্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও অনেকের আহত হওয়ার আশঙ্কা। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে সুরাট স্টেশনে এসে পৌঁছয় তাপ্তী গঙ্গা এক্সপ্রেস ট্রেন। বিহারের ছাপড়াগামী ওই ট্রেনে উঠতে ব্যাপক হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। যাত্রীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। অত্যাধিক ভিড়ে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পদপৃষ্ট হয়ে এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। যদিও মৃত্যুর খবর এখনও রেল বা প্রশাসনের তরফে নিশ্চিত করা হয়নি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ বাহিনী। উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়।

সুরাট স্টেশনের এই দুর্ঘটনার একটি ভিডিওতে রেললাইনে যাত্রীদের জুতো-চটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। এক যাত্রীকে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যেতে দেখা যায়। অত্যাধিক ভিড় ও দমবন্ধকর

শুষ্ক আবহাওয়া বাংলা জুড়ে, মিলছে শীতের আমেজ

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): উত্তুরে হাওয়ার হাত ধরে নামছে পারদ। বাংলাজুড়ে শীতের আমেজ এসেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া বাংলা জুড়ে। নতুন করে আর তাপমাত্রা কমার বা বাড়ার পূর্বাভাস নেই বুধবার পর্যন্ত।

এদিকে ফের দক্ষিণ পূর্ব ও সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। আগামী বুধবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে তা নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। তার প্রভাবে রাজ্যের উপকূল এবং উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

হাওয়া অফিসের তরফে জানান হয়েছে, ১৫ তারিখ বুধবার দক্ষিণ পূর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী কেন্দ্রে নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে বলে পূর্বাভাস। এর জেরে বাড়বে তাপমাত্রা। বাড়বে জলীয় বাষ্পপূর্ণ অস্বস্তি। বাড়বে বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা। ১৬ এবং ১৭ নভেম্বর গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলা এবং উপকূল বা তার লাগোয়া দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি এবং দু এক পশলা বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানান হয়েছে, কালীপুজো ও দীপাবলিতে শুষ্ক আবহাওয়া। দিন ও রাতের তাপমাত্রায় কোনো উল্লেখ যোগ্য উত্থান পতন না থাকায় গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে হালকা হিমেল পরশ বহাল। বৃহস্পতি ও শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে কিছু কিছু এলাকায়। কাল দিনের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি। শনিবার ভোরের তাপমাত্রা ২১.৩ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৯৫ শতাংশ। সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ। উত্তরবঙ্গেও ভোরে ও রাতে মিলছে হিমেল পরশ। দিনের ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে। পার্বত্য এলাকায় আজও বিক্ষিপ্তভাবে খুব সামান্য বৃষ্টি। সমতল, তরাই ও ডুয়ার্স শুষ্ক এবং মনোরম আবহাওয়া।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮২ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ঊর্ধমুখীর দিকে রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮২ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৮ ডলার। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল ছিল প্রতি লিটারে ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের শেষ ব্যবসায়িক দিনে, ব্রেন্ট ক্রুড ১.৪২ ডলার বা ১.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮১.৪৩ ডলারে রয়েছে।

একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেলও ১.৪৩ ডলার বা ১.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৭.১৭ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।

তামিলনাড়ুর থিরুপাত্তুর জেলায় গাড়ির সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে মৃত পাঁচ

থিরুপাত্তুর, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : তামিলনাড়ুর থিরুপাত্তুর জেলায় গাড়ির সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন পুলিশ জানিয়েছে, থিরুংপাত্তুর জেলার ভানিয়াম্বাদির কাছে সরকারি বাস এবং একটি প্রাইভেট গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে দুই চালক সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।

আহত ব্যক্তিদের দ্রুত ভেলোর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাদের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে। তামিলনাড়ুর ভানিয়ামবাদি পুলিশ আরও জানিয়েছে, তারা এই দুর্ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে। দুর্ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চেত্তিয়ানুর সেতুতে তামিলনাড়ু একটি সরকারি বাস বেঙ্গালুরু থেকে চেন্নাই যাওয়ার উদ্দেশ্যে আসছিল এদিকে চেন্নাই থেকে বেঙ্গালুরুগামী একটি গাড়ি উল্টোদিক দিয়ে আসলে সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা দিলে দুই চালক সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।

জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগর জেলায় ডাললেকে আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি হাউসবোট

শ্রীনগর, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগর জেলায় শনিবার ভোরে ডাল লেকে আগুন লেগে বেশ কয়েকটি হাউস বোট পুড়ে গিয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক একথা জানিয়েছেন।

শনিবার ভোরে ডাল লেকের পর্যটন কেন্দ্রে বিশাল অগ্নিকাণ্ডে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। তবে এদিনের এই অগ্নিকান্ডে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার ভোর ৫.১৫ মিনিটে ডাল লেকের ৯ নম্বর ঘাটের কাছে আগুন লাগে। আগুন একটা বোটে প্রথমে লাগে তারপর অন্য বোটগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

স্বস্তির বৃষ্টিতে দিল্লি-এনসিআরে বায়ু মানের সূচকে উন্নতি

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : রাজধানী দিল্লি এবং এনসিআরে যে কাজটি সরকার করতে পারেনি, তা ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রকৃতি করে দেখালো। দিল্লি-এনসিআরে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত তৈরির আলোচনার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই স্বাভাবিক বৃষ্টিতেই রাজধানীর একিউআই ১৫৮ পয়েন্ট কমে গেছে। শনিবার সকালে সার্বিক বায়ু মানের সূচকে (একিউআই) বড় উন্নতি হয়েছে। সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের মতে, শনিবার সকালে দিল্লি-এনসিআর-এ বাতাসের মানের স্তর ২২৪-এ নেমে এসেছে। শুক্রবার তা ৪০০ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

দুদিন আগে বৃহস্পতিবার দিল্লির বাতাস ছিল ''সিভিয়ার'' ক্যাটাগরিতে। পরের দিন শুক্রবার তা দুই ধাপ পিছিয়ে ''সিভিয়ান প্লাস'' বিভাগে নেমে আসে। এক সপ্তাহ ধরে বিষাক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়া নাগরিকরা হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেও বিশুদ্ধ বাতাস পেয়েছেন। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত দূষিত কণা অনেকাংশে ধুয়ে যায়।

সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের মতে, শনিবার সকালে দিল্লির আনন্দ বিহারে একিউআই ২৮২, আরকে পুরমে ২২০, পাঞ্জাবি বাগে ২৩৬ এবং আটিও-তে ২৬৩ রেকর্ড করা হয়েছে। যদিও এটি এখনও ''খারাপ'' ক্যাটাগরিতেই রয়েছে। কিন্তু গত ৪৮ ঘণ্টায় এর ব্যাপক পতন হয়েছে। যদিও এখনও দিল্লির ১৫ টি এলাকা রয়েছে একিউআই ৩০০-এর উপরে, তবুও দিল্লির বায়ুমণ্ডলে ধোঁয়াশা অনেকাংশে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এদিকে, আর্থ সায়েন্সেস মন্ত্রকের এয়ার কোয়ালিটি আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম বলেছে, এই স্বস্তি মাত্র দুই দিন স্থায়ী হতে পারে, খুব বেশি নয়। এর পর আবারও দূষণের মাত্রা বাড়তে পারে। দীপাবলির পরের দিন ১৩ নভেম্বর থেকে বাতাস আবার ''গুরুতর'' বিভাগে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দূষণের মাত্রার এই পরিবর্তন অনেকটা নির্ভর করবে দীপাবলির আতশবাজির ওপর।

দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ১৩ নভেম্বর থেকে জোড়-বিজোর নিয়ম কার্যকর করা হবে না। বৃষ্টির জেরে দিল্লির পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। একিউআই-ও যথেষ্ট কমে গেছে। আগামী এক-দুই দিনের মধ্যে তা আরও কমতে পারে। দীপাবলির পর পরিস্থিতি দেখেই জোড়-বিজোড় কার্যকর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শনিবারের পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটিই মালানের ক্যারিয়ারের শেষ!

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ৩৬ বছর বয়সী ডেভিড মালান দীর্ঘদিন ধরে ইংল্যান্ডের সাদা বলের ক্রিকেটে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে ছিলেন। কিন্তু তার শেষ বিশ্বকাপটি রাজকীয় ভাবে সমাপ্তি হল না। এই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে যে দুটো সেঞ্চুরি হয়েছে তার একটি মালানের। আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে ইডেনের ম্যাচটিই সম্ভবত তার শেষ ম্যাচ হতে যাচ্ছে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন মালান।এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেছেন, 'আমার মনে হয়, আমি দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বয়স্ক ক্রিকেটার। আমি জানিনা ভবিষ্যতে কী হবে। দলের সিদ্ধান্তই বা কী হবে, আমার সিদ্ধান্তই বা কী হবে।

কালীপুজোতেও চলবে বাড়তি মেট্রো

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোতেও বাড়ছে মেট্রো। আগামী রবিবার দুটি স্পেশাল মেট্রো চলবে। দক্ষিণেশ্বর এবং কালীঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে বিশেষ দুটি মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত বলেই দাবি কর্তৃপক্ষের।

রবিবার অর্থাৎ কালীপুজোর দিন ডাউন এবং আপ লাইনে ৬৬টি করে মোট ১৩২টি মেট্রো চলবে। সকালে নির্দিষ্ট সময়েই শুরু হবে পরিষেবা। দমদম-দক্ষিণেশ্বর, কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বর, দমদম-কবি সুভাষ, দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ পর্যন্ত প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৯টায়।

বাড়তি মেট্রো পাওয়া যাবে রাতে। সাধারণত কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর রুটে রাত ৯টা ২৭ মিনিটে ছাড়ে শেষ মেট্রো। দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ রুটের শেষ মেট্রো ছাড়ে রাত ৯টা ২৮ মিনিটে। তবে কালীপুজোয় কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ রুটে রাত ১০টায় ছাড়বে শেষ মেট্রো।

জোকা-তারাতলা এবং শিয়ালদহ-সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধই থাকবে।

গুয়াহাটির পার্শবর্তী ক্ষেত্রিতে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় হত এক

গুয়াহাটি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের পার্শবর্তী ক্ষেত্রি এলাকায় ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনস্থলেই মৃত্যু হয়েছে জনৈক বাইক আরোহীর। নিহতকে শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত উদমারের বাসিন্দা রঞ্জিত সিং সারোওয়াল বলে শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, অজ্ঞাতপরিচয় একটি গাড়ির সঙ্গে রঞ্জিত সিঙের মোটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে বাইক আরোহী রঞ্জিত সিং সারোয়ালের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনাটি ক্ষেত্রি থানার অন্তর্গত টোপাতলিতে জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, মোটর বাইকে চড়ে রঞ্জিত সারোয়াল গুয়াহাটি থেকে উজানের দিকে আসছিলেন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ক্ষেত্রি থানা থেকে পুলিশের দল গিয়ে ১০৮ আপৎকালীন গাড়িতে করে রঞ্জিত সিঙের মৃতদেহ নিকটবর্তী

স্বাধীনতা সংগ্রামী আচার্য কৃপালানি এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ মোদীর

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার স্বাধীনতা সংগ্রামী আচার্য কৃপালানি এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে তাদের জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করে স্বাধীনতা সংগ্রামী আচার্য কৃপালানি এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে স্মরণ করেছেন।

এক্স পোস্টে মোদী আচার্য কৃপালানি সম্পর্কে লিখেছেন, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি এবং সমাজতান্ত্রিক নেতা আচার্য কৃপালানি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে সত্যিকারের সংগ্রামী ছিলেন। গণতন্ত্র ও সামাজিক সাম্যকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের দেশের বুননে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। তাঁর জীবন ও কর্ম ছিল সর্বদা স্বাধীনতা ও ন্যায়ের মূল্যবোধকে বজায় রাখা। মৌলানা আজাদকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করে মোদী লিখেছেন, মৌলানা আজাদ ছিলেন একজন মহান পণ্ডিত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন স্তম্ভ এবং শিক্ষার প্রতি তার দায়বদ্ধতা ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর প্রচেষ্টা আধুনিক ভারত গঠনে অনেককে পথ দেখাবে।

জেলবন্দি দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়াকে অসুস্থ স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎয়ের অনুমতি দিল আদালত

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : মদ কেলেঙ্কারি মামলায় বন্দি তথা দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়াকে শনিবার অসুস্থ স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিল আদালত। শনিবার সকালে দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া আদালতের অনুমতি নিয়ে তাঁর অসুস্থ স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে তিহার জেল থেকে তাঁর বাসভবনে যান।

মদ কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত বন্দি সিসোদিয়াকে আদালত এদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়েছে। ছঘণ্টার মধ্যেই সিসোদিয়াকে আবার জেলে ফেরত আসতে হবে। পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে সিসোদিয়া সকাল ১০টার দিকে একটি জেল ভ্যানে করে মথুরা রোডে তার বাড়িতে যান। গত জুন মাসেও দিল্লি হাইকোর্ট তাকে তার স্ত্রী সীমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী সীমা মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসে ভুগছেন। তবে হঠাৎ তার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করায় সেবার মন্ত্রী স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। আদালত সিসোদিয়াকে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়ার সময় জানিয়েছে, যে তিনি যেন এসময় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনওরকম কথা না বলেন। এছাড়াও কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপেও জড়িত না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মণিশ সিসোদিয়াকে সিবিআই গ্রেফতার করেছিল।

নদিয়ায় সরকারি আটার প্যাকেট কেটে বস্তাবন্দি করার সময় হাতেনাতে পাকড়াও ব্যবসায়ী

নদিয়া, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : রেশন দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। তারই মাঝে সরকারি আটা পাচারের পর্দাফাঁস। নদিয়ার তাহেরপুরে রেশনের সরকারি আটার প্যাকেট কেটে বস্তাবন্দি করার সময় হাতেনাতে পাকড়াও প্রশান্ত পাল নামে এক ব্যবসায়ী। ঘটনাস্থলে রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। এই ঘটনার সঙ্গে পুলিশ থেকে বিডিও — সকলেরই যোগ রয়েছে বলেই অভিযোগ বিজেপি সাংসদের।

রেশন দুর্নীতিতে ইডি ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান গ্রেফতার হয়েছে আগেই।

প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মতো হেভিওয়েট নেতাও রয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হেফাজতে। এরি মাঝে সরকারি আটা পাচারের অভিযোগে আটক নদিয়ার ব্যবসায়ী প্রশান্ত পাল। তিনি একাধিক রেশন ডিলারকে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করেন। স্থানীয়দের দাবি, সেই সুযোগেই প্রশান্ত অসাধু কাজ করে। তাঁর বাড়ি সংলগ্ন কলাবাগানে রেশনের আটার প্যাকেট কাটা হয়। ওই আটা অন্য বস্তায় ঢেলে পাচার করে দেওয়া হয়। আর রেশনের আটার প্যাকেটে দেওয়া হয় নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী। এমনকী রেশনের আটায় পশুখাদ্যও মেশানো হয় বলেই অভিযোগ।

শনিবার ভোরবেলায় চলছিল রেশনের আটা পাচার। সেই সময় স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে যান। পাচারে বাধা দেন স্থানীয়রা। রেশন কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। খবর পেয়ে বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারও ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তাহেরপুর থানার পুলিশও পৌঁছয়।

পুলিশ দুটি গাড়ি-সহ বেশ কিছু পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী আটক করে। প্রশান্ত পাল এবং এক রেশন কর্মীকেও হাতেনাতে আটক করা হয়।

তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে বিডিও থেকে পুলিশ সকলেরই যোগসাজশ রয়েছে বলেই দাবি বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের। ওই প্রশান্ত পালের বাড়ির নিচে গুদাম থাকতে পারে বলেও সন্দেহ তাঁর। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে তদন্তের দাবিতে সরব সাংসদ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

২০৩০ সালের মধ্যেই চন্দ্রজয়ের সংকল্প

২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে মহাকাশচারী পাঠাতে চলেছে চিন, এমনটাই ঘোষণা করা হয়েছে। তবে চিনের এই ঘোষণার অভিনব দিকটি হল, তারা শুধু নিজের দেশ নয়, বিদেশের মহাকাশচারীদেরও চাঁদে পাড়ি দেওয়ার সুযোগ দেবে। চিনের তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘোষণা করা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে মহাকাশচারী নামাবে চায়না ম্যান্ড স্পেস এজেন্সি (সিএমএসএ)।

এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন বিদেশি মহাকাশচারীরাও। বিভিন্ন দেশে সেই মর্মে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হবে। যাঁরা চাঁদের মাটিতে নামতে এবং চিনের চন্দ্র অভিযানে শামিল হতে ইচ্ছুক, তাঁরা নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

মহাকাশে নতুন একটি স্পেস স্টেশন চালু করেছে চিন। বৃহস্পতিবারই ছিল তার উদ্বোধন। সেই ঘোষণাও ওই সাংবাদিক বৈঠকেই করা হয়েছিল। সিএমএসএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর লিন শিকিয়াং জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ ভাবে মহাকাশের ব্যবহারে আগ্রহী যে সকল দেশ, চাইলে তারাও চিনের এই চন্দ্র অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং নানা ভাবে সহায়তা করতে পারে। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে অভিযান সম্পূর্ণ করতে আগ্রহী শি জিনপিংয়ের দেশ।

এর আগে চাঁদে একাধিক অভিযান করেছে চিন। তবে কোনও মহাকাশচারীকে এর আগে তারা চাঁদে পাঠায়নি। ২০৩০ সালের মধ্যে সেই মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলার লক্ষ্য রয়েছে চিনের সামনে। লিন জানিয়েছেন, চিন এখন নিয়মিত মহাকাশ অভিযান করতে সক্ষম। বছরে অন্তত দু'বার তারা মহাকাশে মানুষ পাঠাতে পারে। তাই আগামী দিনে চন্দ্র অভিযান নিয়েও আশাবাদী চিনের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা।

রক্তপরীক্ষায় বাইপোলার ডিজঅর্ডার ধরা সম্ভব, রিপোর্ট

মন খারাপ, না হতাশা, নাকি মনের আরও গভীরে বাসা বেঁধেছে কঠিন অসুখ! শরীর খারাপ হলে রক্তপরীক্ষা করে রোগ ধরে ফেলেন চিকিৎসকেরা (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে)। কিন্তু মনের অসুখে তেমন পথ কই! সেই অন্ধকার পথে আলো ফেললেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা। তাঁরা একটি গবেষণাপত্রে দাবি করেছেন, রক্তপরীক্ষাতেও বাইপোলার ডিজঅর্ডার ধরা সম্ভব।

বছর খানেক "মর্ডার্ন লাভ" নামে হলিউডের একটি ওয়েব সিরিজ দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। তার একটি গল্পের মুখ্য চরিত্রে ছিলেন অ্যান হ্যাথওয়ে। তরুণী বাইপোলার ডিজঅর্ডারের আক্রান্ত। দারুণ উজ্জ্বল ঝলমলে সুন্দরী এক মেয়ে চার দিক আলো করে রাখেন। আর হঠাত লোকচক্ষুর আড়ালে অন্ধকারে ডুবে যান। সপ্তাহ কেটে যায়, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না তরুণী। বাইপোলার ডিজঅর্ডার হল এমনই এক মনের অসুখ। হঠাত রোগীর প্রবল মন খারাপ, হতাশা দেখা দেয়। একটা লম্বা সময় ধরে সেটা চলতে থাকে। তার পর হঠাৎ সে "ভাল" হয়ে যায়। মন অস্বাভাবিক ভাবে রকম উদ্দীপনাময়, কর্মশক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে চিকিৎসকেরা একে মানসিক হতাশা বা ডিপ্রেশন ধরে নেন।

কেমব্রিজের বিজ্ঞানীরা বলছেন, নতুন গবেষণায় তাঁরা দেখিয়েছেন রক্তপরীক্ষায় ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগীর বাইপোলার ডিজঅর্ডার রয়েছে কি না, তা ধরা সম্ভব। বাকি ক্ষেত্রে রোগ ধরতে রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি "ডিজিটাল মেন্টাল হেল অ্যাসেসমেন্ট"-ও জরুরি।

পুরো বিষয়টাই অবশ্য এখনও গবেষণার স্তরে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে রোগনির্ণয় করা হয়, তার সঙ্গে রক্তপরীক্ষার বিষয়টিও যুক্ত করতে হবে। রোগীর মানসিক স্থিতির সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক কী বা এর উত ঠিক কোথায়, তা-ও জানা সম্ভব হবে। "জামা সাইকায়াট্রি" জার্নালে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বের জনসংখ্যার ১ শতাংশ বাইপোলার ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত। অর্থাৎকমপক্ষে ৮ কোটি। কিন্তু এর মধ্যে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভুল রোগনির্ণয় হয়। ধরে নেওয়া হয় ডিপ্রেশন বা হতাশা। এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত কেমব্রিজের "কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি" বিভাগের অধ্যাপক জেকুব টোমাসিক বলেন, "বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা যখন হতাশায় ভোগেন, তখন ডাক্তারের কাছে যান। তাঁদের মনের হাইপারঅ্যাকটিভ বা অতি-উদ্যমী অংশটা ডাক্তারকে জানান না। চিকিৎসকও রোগ ধরতে পারেন না। তাঁরা ভাবে রোগী ডিপ্রেশনে আক্রান্ত।"

কেমব্রিজের গবেষণার নেতৃত্বে রয়েছেন অধ্যাপক সেবিন বান। তিনি বলেন, "বাইপোলার ডিজঅর্ডারের সঙ্গে ডিপ্রেশন বা হতাশার মিল রয়েছে। কিন্তু দু'টোর চিকিৎসা আলাদা।" সেবিনের কথায়, "বাইপোলার ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত কোনও রোগীকে যদি শুধু অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট দেওয়া হয়, মুড স্টেবিলাইজার (মনকে স্থিতিশীল করার ওষুধ) না দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটার (উন্মাদও হয়ে যেতে পারেন) আশঙ্কা বাড়ে।" বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই কারণে দ্রুত ও সঠিক রোগনির্ণয় জরুরি। রক্তপরীক্ষায় যদি রোগ ধরা সম্ভব হয়, সে ক্ষেত্রে রোগী শুরু থেকে সঠিক চিকিৎসা পাবেন। চিকিৎসকদের উপর থেকেও চাপ কিছুটা কমবে।

কেমব্রিজের গবেষণায় ৩ হাজার রোগী অংশ নিয়েছিলেন। প্রত্যেকের মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতে ৬০০ প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাঁদের অতীত, বর্তমান, পরিবারের ইতিহাস, তাঁরা কখনও অত্যাচারিত হয়েছেন কি না, যাবতীয় সব জানা হয়। মানসিক বিশ্লেষণের পরে ৩ হাজার জনের মধ্যে ১ হাজার অংশগ্রহণকারীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তার পরে রক্তে উপস্থিত ৬০০ মেটাবোলাইটস (বিপাকজাত পদার্থ) বিশ্লেষণ করা হয় "মাস স্পেকট্রোমেট্রি" পদ্ধতির সাহায্যে। পরীক্ষা শেষে বিজ্ঞানীরা বাইপোলার রোগীদের শরীরে নির্দিষ্ট একটি বায়োমার্কার খুঁজে পান।

সেবিন বলেন, "বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে রোগীর মনের বিশ্লেষণ জরুরি। কিন্তু বায়োমার্কার পরীক্ষা রোগনির্ণয়কে সহজ করবে। দ্রুত রোগ ধরা পড়বে। "বিজ্ঞানী টোমাসিকের কথায়, "মনের রোগের সঙ্গে কিন্তু শরীরের যোগ রয়েছে। রোগীদেরও এটা জানা দরকার, সবটা তাঁদের মনে নেই। এটা (বাইপোলার ডিজঅর্ডার) একটা অসুখ, যা অন্য সব রোগের মতো শরীরেরও ক্ষতি করে।"

দীপাবলিতে মিষ্টিমুখ করুন মালপোয়া দিয়ে

দীপাবলি উপলক্ষে বাড়িতে বন্ধু সমাগম হবে। একসঙ্গে বাজি ফাটানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। বাড়িতেই রান্না হবে পুজোর ভোগ। তবে এ বছর বিশেষ একটি মিষ্টিপদ তৈরি করার ইচ্ছে রয়েছে। ময়দা, সুজি দিয়ে মালপোয়া তো হামেশাই তৈরি করা হয়। কিন্তু এই বছর সেই একই মালপোয়া তৈরি করতে পারেন একটু অন্য ভাবে। বানিয়ে ফেলতে পারেন ছানার মালপোয়া। রইল রেসিপি।

উপকরণ:

ছানা: ১ কাপ
ময়দা: ১ কাপ
সুজি: আধ কাপ
চিনি: ১ টেবিল চামচ
গুড়: ১ টেবিল চামচ
বেকিং পাউডার: এক চিমটে
দুধ: আধ কাপ
ঘি: ৪ টেবিল চামচ
ভাঙা মৌরি: ১ চা চামচ
ছোট এলাচ গুঁড়ো: আধ চা চামচ

প্রণালী:

১) প্রথমে একটি কড়াইতে জল, চিনি, গুড় একসঙ্গে ফুটিয়ে সিরা তৈরি করে রাখুন। উপর থেকে ছোট এলাচের গুঁড়ো দিয়ে দিন।

২) এ বার মিক্সিতে ময়দা, সুজি, ছানা, দুধ এবং সামান্য চিনি ভাল করে ব্লেন্ড করে নিন। মিশ্রণের ঘনত্ব বুঝে প্রয়োজনে সামান্য একটু জল মেশাতে পারেন।

৩) এ বার এই মিশ্রণের মধ্যে ভাঙা মৌরি, সামান্য এলাচ গুঁড়ো এবং এক চিমটে নুন মিশিয়ে আধঘণ্টা রেখে দিন।

৪) এ বার কড়াইতে ঘি গরম করতে দিন। এক হাতা করে মালপোয়ার ব্যাটার নিয়ে ঘিয়ে তা ভেজে তুলুন।

৫) ভেজে নেওয়া মালপোয়া সঙ্গে সঙ্গে সিরায় ডুবিয়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন মালপোয়া ভেঙে না যায়।

৬) ঘণ্টাখানেক পর রস থেকে মালপোয়া তুলে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে। চাইলে উপর থেকে কেশর, পেস্তাবাদামের কুচিও দেওয়া যেতে পারে।

পারেন মোচার পাতুরি

মাছ-মাংসের পাশাপাশি নিরামিষ রান্নার আয়োজনও করতে হবে। কারণ, অনেকেই আমিষ খান না। কিন্তু নিরামিষ পদ বলতে হয় পনির, নয়তো সেই পটল। মোচা রাঁধলেও মন্দ হয় না। কিন্তু মোচার ঘন্টতে চিংড়ি না পড়লে তার স্বাদ খোলে না। তবে নিরামিষ পদ হিসাবে বহু পুরনো মোচার পাতুরি কিন্তু বেশ জনপ্রিয়।

চাইলে তা-ও রেঁধে ফেলতে পারেন। কী ভাবে রাঁধবেন? রইল রেসিপি।

উপকরণ

মোচা: ৪ কাপ
পোস্ত, সর্ষে এবং কাঁচালঙ্কা বাটা: ২ টেবিল চামচ
নারকেল কোরা: ৩ টেবিল চামচ
সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
হলুদ: এক চিমটে
চিনি: স্বাদ অনুযায়ী
কলাপাতা: ছোট টুকরো ৪-৫টি
প্রণালী

১) প্রথমে মোচা কেটে ভাল করে ধুয়ে নিন। ২) তার পর নুন, হলুদ দিয়ে ভাল করে সেদ্ধ করে রাখুন। ৩) এ বার সেদ্ধ মোচা শিলে বা মিক্সিতে বেটে নিন।

৪) মোচা বাটার সঙ্গে মিশিয়ে নিন সর্ষে-পোস্ত এবং কাঁচালঙ্কা বাটা। ৫) এ বার নুন, চিনি এবং নারকেল কোরা মিশিয়ে বেশ কিছু ক্ষণ ঢেকে রাখুন। ৬) কলাপাতা ভাল করে ধুয়ে, মুছে রাখুন। ৭) এ বার গরম চাটু বা কড়াইতে কলাপাতা একটু সেঁকে নিন। পাতুরি মুড়তে সুবিধে হবে। ৮) এর পর কলাপাতার মধ্যে ২ চামচ মোচা বাটা নিয়ে পাতুরির মতো মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলুন। ৯) চাটু বা কড়াতে সামান্য তেল দিয়ে কলাপাতা মোড়া পাতুরিগুলো এ পিঠ ও পিঠ করে সেঁকে নিন। ১০) খেয়াল রাখবেন যেন পুড়ে না যায়। হয়ে গেলে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

কালীপুজোর দিন বাড়িতে নিরামিষ মাংস কিভাবে বানাবেন?

পাঁঠার মাংস ছাড়া কালীপুজোর খাওয়াদাওয়া যেন অসম্পূর্ণ। আগে কালীপুজোয় পাঁঠা বলি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এখন অনেকেই সে সব পাট চুকিয়ে দিয়েছেন। তবু পোলাও-মাংস ছাড়া কালীপুজোর মেনু যেন ভাবাই যায় না। কালীপুজোর ভোগের মাংসতে কিন্তু পেঁয়াজ-রসুনের ব্যবহারের চলে না। একে বলে নিরামিষ মাংস। বাড়িতে পুজো না হলেও কালীপুজোর দিন ভিন্ন স্বাদের এই মাংস দিয়েই সারতে পারেন ভূরিভোজ। রইল রেসিপি।

উপকরণ:

পাঁঠার মাংস: ১ কেজি
গোটা ধনে: ২ টেবিল চামচ
গোটা জিরে: ১ টেবিল চামচ
গোটা গরম মশলা: ৫ গ্রাম
গোটা শুকনো লঙ্কা: ৮-১০টি
আদা বাটা: ২ টেবিল চামচ
লঙ্কা বাটা: ১ টেবিল চামচ
চেরা কাঁচা লঙ্কা: ২-৩টি
দই: ১ কাপ
হিং: আধ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: ১ চা চামচ
সর্ষের তেল: ৬-৭ টেবিল চামচ
ঘি: ১ চা চামচ
নুন ও চিনি: স্বাদ মতো
তেজপাতা: ২টি

প্রণালী:

গোটা ধনে, জিরে আর শুকনো লঙ্কা কিছু ক্ষণ ঈষদুষ্ণ জলে ভিজিয়ে রেখে মিক্সিতে বেটে নিন। গোটা গরম মশলাও বেটে নিন। এ বার মাংসে নুন মাখিয়ে ভাল করে ভেজে তুলে রাখুন। এ বার ওই তেলে গোটা গরম মশলা, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা আর হিং ফোড়ন দিয়ে একে এক আদা বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, ধনে-জিরে-শুকনো লঙ্কা বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। হলুদ গুঁড়ো, নুন, গরমমশলা বাটা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে মাংস দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। মিনিট ১৫ পর ফেটিয়ে রাখা দই দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। আরও কিছু ক্ষণ ঢেকে রান্না করুন। তার পর ঢাকা খুলে গরম জল দিয়ে আবার ঢেকে দিন। মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। শেষে ঘি, গরম মশলা বাটা, চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে মিনিট পাঁচেক পর গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন নিরামিষ পাঁঠার মাংস। হিং, বাটা মশলা আর ঘিয়ের গন্ধেই নিরামিষ পাঁঠার মাংসের স্বাদ বেড়ে যায় কয়েক গুণ।

চোখ সুরক্ষিত রাখতে কী কী মেনে চলবেন?

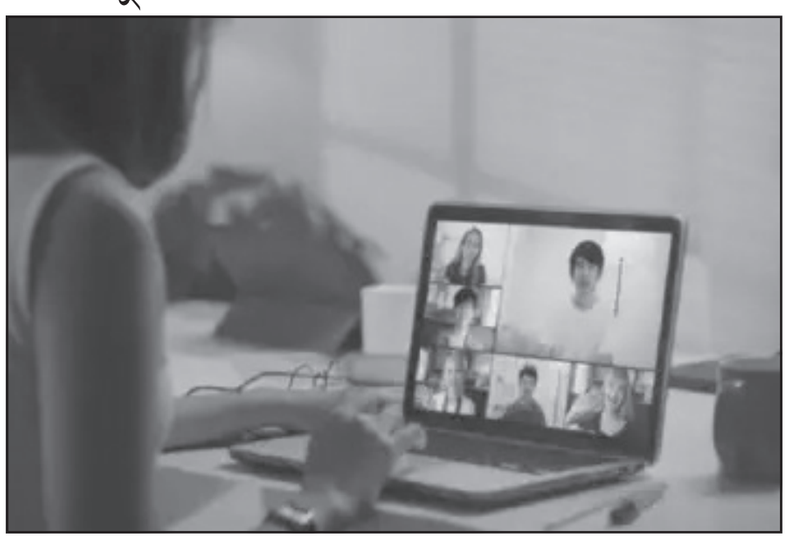

সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার অ্যালার্ম থেকে রাতে শুতে যাওয়ার আগে ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করানোর অ্যাপ সবই রয়েছে মুঠোফোনে। এ ছাড়া, সারা দিন কাজের জন্য ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে থাকা তো আছেই। ইচ্ছে না করলেও গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে যন্ত্রনির্ভর হতেই হয় আমাদের।

আর এই যন্ত্রের প্রতি অত্যধিক নির্ভরশীলতাই কিন্তু চোখের ক্ষতির কারণ। চোখে ব্যথা, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়া কিংবা চোখ থেকে জল পড়ার মতো লক্ষণগুলি এই প্রজন্মের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। চিকিৎসা পরিভাষায় যা "ডিজিটাল আই স্ট্রেন" নামেও পরিচিত। চিকিতকেরা বলছেন, ডিজিটাল যন্ত্রের দিকে একটানা অনেক ক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পছন্দের সিরিজের প্রতিটি পর্ব শেষ না করে শৌচাগারে উঠতে পারেন না অনেকেই। আর এই ভুলেই চোখের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বহুগুণে বেড়ে যায়। তাই যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই করুন না কেন, কাজের মাঝে বিরতি নেওয়া জরুরি।

ডিজিটাল আই স্ট্রেন হলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

দীর্ঘ ক্ষণ ফোন কিংবা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকলে ড্রাই আই-এর সমস্যা হতে পারে। কাজ করতে করতে হঠাতচোখ ঝাপসা হয়ে যেতে পারে। চোখে আর্দতার স্তর নষ্ট হতে পারে। এ ছাড়া, চোখের পেশি ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। ফলে অনেকেরই চোখের পলক ফেলতেও কষ্ট হয়।

চোখ সুরক্ষিত রাখতে কী কী মেনে চলবেন?

১) ২০-২০-২০ নিয়ম মেনে চলতে হবে

ফোন কিংবা ল্যাপটপে যে কাজই করুন না কেন, প্রতি ২০ মিনিট অন্তর ২০ সেকেন্ড ধরে ২০ ফুট দূরত্বে থাকা নির্দিষ্ট কোনও একটি বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

দীর্ঘ ক্ষণ ফোন কিংবা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকলে ড্রাই আই-এর সমস্যা হতে পারে।

২) বার বার চোখের পলক ফেলা চোখের পলক না ফেলে এক ভাবে কোনও দিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না। যত মনোরম দৃশ্যই হোক না কেন, মাঝেমধ্যেই চোখের পলক ফেলার অভ্যাস করতে হবে।

৩) দূরত্ব বজায় রাখা

বিছানায় শুয়ে কিংবা টেবিল বুকের কাছে টেনে এনে, গা হেলিয়ে কম্পিউটারে কাজ করতে কিংবা ফোনে সিরিজ দেখতে ভালই লাগে। কিন্তু চোখের ক্ষতি করতে না চাইলে এই ধরনের যন্ত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখাই ভাল।

ভিন্ন স্বাদের ভেটকি মাছ

বলি বন্ধ হলেও দীপান্বিতা কালীপুজোর সঙ্গে পাঁঠার মাংসের যোগ রয়েছে। কিন্তু রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি। রক্তচাপ মাঝেমধ্যেই লাগামছাড়া হয়ে যায়। নিয়মিত ওষুধও খেতে হয়। তাই বলে কি ভাল-মন্দ খাওয়া বন্ধ থাকবে? যদিও মাংসের বিকল্প মাছ হতে পারে না। কিন্তু মাছ হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। খেলে অন্তত অপরাধবোধে ভুগতে হবে না। আবহাওয়ায় ঠান্ডার আমেজ পড়তে না পড়তেই বাজারে ভেটকি মাছ আসছে। ফুলকপি, আলু দিয়ে ভেটকি মাছের বিভিন্ন পদ তো খেয়েছেন। কিন্তু দই দিয়ে ভেটকির কোনও পদ খেয়েছেন কি? এই দীপাবলিতে বাড়িতে রেঁধে ফেলতেই পারেন দই ভেটকি। কী ভাবে রাঁধবেন? রইল রেসিপি।

উপকরণ:ভেটকি মাছ: ৪ টুকরো,টক দই: আধকাপ,কাঁচালঙ্কা: ২-৩টি,পেঁয়াজ বাটা: ২ টেবিল চামচ,আদা-রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ,টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ,তেজপাতা, গোটা গরম মশলা: ফোড়নের জন্য,হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ,কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ

জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ,নুন: স্বাদ অনুযায়ী,সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ, চিনি: সামান্য,ধনে পাতা কুচি: আধ কাপ,প্রণালী: ১) প্রথমে মাছগুলি ধুয়ে জল ঝরিয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে রেখে দিন। ২) এ বার কড়াইতে তেল দিয়ে নুন, হলুদ মাখানো মাছগুলি ভেজে তুলে রাখুন। ৩) কড়াইতে তেল যদি বেঁচে থাকে, তার মধ্যেই ফোড়ন হিসাবে দিয়ে দিন তেজপাতা এবং গোটা গরম মশলা। ৪) কিছু ক্ষণ পর তেলের মধ্যে সামান্য চিনি দিন। চিনি গলে গেলে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে নাড়তে থাকুন। ৫) একটু ভাজা হলে আদা-রসুন বাটা দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে দিয়ে দিন টোম্যাটো কুচি। ৬) এই সময়ে নুন, হলুদ, লঙ্কা, ধনে, জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভল করে কষাতে থাকুন। তেল ছেড়ে এলে আঁচ কমিয়ে নিন। ৭) এ বার ছোট একটি পাত্রে দই, সামান্য নুন এবং চিনি দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। ৮) ফেটানো দই কড়াইতে দিয়ে দিন। এ বার ভাল করে নাড়াচড়া করে সামান্য গরম জল দিন। ৯) ঝোল ফুটে উঠলে ভেজে রাখা মাছের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ ফুটতে দিন। নামানোর আগে চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে দিন। খানিক ক্ষণ চাপা দিয়ে রাখুন। তার পর গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

কাঠের আসবাবের দাগ তুলবেন কী ভাবে?

বাড়িতে শিশু থাকলে আসবাব দাগহীন থাকবে, এমন আশা করা বৃথা। রঙের দাগ, খেলনার আঁচড়, সবই জমা হতে থাকে সাধের আসবাবে। মোছামুছি, পরিষ্কার করেও এই দাগ দূর করা যায় না। সাজানো-গোছানো বাড়িতে দাগযুক্ত আসবাব কিন্তু একেবারেই মানানসই নয়। তবে আসবাব দাগছোপ মুক্ত রাখার কিছু ঘরোয়া উপায় রয়েছে। সেগুলি জানা থাকলে আর কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ১) কাঠের আসবাব থেকে দাগছোপ দূর করা সহজ নয়। তবে পাতিলেবুর রসের উপর ভরসা রাখলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আসবাবের গায়ে যে অংশে দাগ লেগেছে, সেখানে তুলোয় করে পাতিলেবুর রস লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। কয়েক দিন ব্যবহার করলে দাগছোপ উঠে যাবে। ২) কাঠের আসবাব থেকে দাগ তুলতে ভরসা রাখতে পারেন নেলপালিশ রিমুভারের উপর। রিমুভারে থাকা স্পিরিট অনেক জেদি দাগও ফিকে করে তোলে। ৩) কাঠের আসবাব থেকে দাগছোপ, ময়লা দূর করতে ব্যবহার করতে পারেন ভিনিগার। তবে শুধু ভিনিগার ব্যবহার করলে চলবে না। ভিনিগারের সঙ্গে জল মিশিয়ে কাঠের আসবাবের গায়ে মাখিয়ে রাখুন। দেখবেন, দাগছোপ চলে গিয়েছে। কাঠের আসবাব থেকে দাগছোপ দূর করা সহজ নয়। ৪) কাঠের আসবাব থেকে দাগছোপ দূর করতে শিশুদের তেলও কিন্তু কম উপকারী নয়। কাঠের আসবাবের গায়ে তেল ভাল করে মাখিয়ে রাখুন কিছু ক্ষণ। তেল যে কোনও দাগছোপ ফিকে করে তুলতে পারে।

দেবাশিস তেওয়ারীর দু'টি কবিতা

পাখিহীন উড়ে যাওয়া

আয় আয় কুসুমিত পল্লব পরেছে কালোআঁখি
আঁচড়ে আঁচড়ে সেদ্ধ, যেভাবে অঙ্কন করে পেন
কয়লার সারথী আমি, রাত নেই, নেই কোনও পাখি
শুধু বিনির্মান আছে, ছদ্মবেশ উনিও আছেন

উনি পরিমিতি নিয়ে জ্যামিতিতে আঁচড় কাটেন
কয়লার স্বদেশ থেকে ছুটে আসে মেঘময় তারা
আমি কি আসি না ছুটে, আমি আসি হাতে নেই পেন
আর আসে আপনার ছেঁদো বোধটুকু তালিমারা

ছেঁদোস্য রোদনক্রিয়া কেঁদোবাঘ জঙ্গলেই থাকে
অষ্টাদশী ঘুম তার কুসুমে কুসুমে করে কু কু
আঁচড়ে আঁচড় সেদ্ধ কয়লার সারথী যাকে আঁকে
তাকে নিয়ে প্রতিকৃতি, পাখিহীন উড়ে যাওয়াটুকু

পরলোকে গেলে

ঝাউয়ের তলায় তাকে দেখেছ শর্বরী
বিধিনিষেধের মাঠ-পাহাড় পেরিয়ে
অবগুণ্ঠনের নীতি প্রহাস্য ছড়ানো
উপহাস্য বিকেলের ছায়া গেছে মিইয়ে

প্রতিকুলতার মধ্যে শ্রদ্ধা ক্রিয়াশীল
বাকিটুকু শ্রদ্ধাহীনতার তীরে বাঁধা
প্রফিট তোমাকে বোঝে, তুমি বোঝো কড়া
নিয়মনীতির প্রশ্ন কলা আর আদা

যদি-বা কাঁচাই কিন্তু সিন্দুকে ডোবানো
টানো টানো প্রতিহিংসা বন্ধু তো সেকেলে
ছড়ানো জমির টুকরো ভিটে অছিলায়
নাগরায় বাঁধা থাকবে পরলোকে গেলে।

রশ্মিকা মান্দানার ডিপফেক ভিডিও নিয়ে এফআইআর দায়ের দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : গোটা দেশ তোলপাড় রশ্মিকা মান্দানার ''ডিপফেক'' ভিডিয়ো কাণ্ডে। এবার অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়াল দিল্লি পুলিশ। শুক্রবার দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল এফআইআর দায়ের করে মামলার তদন্ত শুরু করেছে। দিল্লি পুলিশের মতে, স্পেশাল সেল এই বিষয়ে আইপিসি ১৮৬০ এর ধারা ৪৬৫ এবং ৪৬৯ এবং আইটি আইন ২০০০ এর ধারা ৬৬সি এবং ৬৬ই এর অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করেছে।

প্রসঙ্গত, রশ্মিকার ডিপফেক ভিডিওটিতে একটি লিফটের ভিতরে কালো পোশাক পরা এক মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। রশ্মিকা মান্দান্নার মতো দেখতে এআই- এর সাহায্যে তার মুখ এডিট করা হয়েছিল। এতে মুখমন্ডল মন্দনার আর দেহটি অন্য মহিলার। এটি এমনভাবে এডিট করা হয়েছে, যে এটি রশ্মিকা মান্দান্নার ভিডিও বলে মনে হচ্ছে।

মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। দিল্লির মহিলা কমিশন এই ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি জানান, সোশ্যাল মিডিয়ায় রশ্মিকা মান্দানার ডিপফেক ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর, জানানো হয় এক বিবৃতিতে। সেখানে বলা হয়, ''ভারতীয় অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্দানার ভাইরাল হওয়া ডিপফেক ভিডিও প্রসঙ্গে দিল্লির মহিলা কমিশন একটি সুয়ো-মোটো মামলার আর্জি জানিয়েছে। খবর অনুযায়ী, অভিনেত্রী নিজেও এই প্রসঙ্গে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন কেউ বেআইনিভাবে তাঁর ছবি মর্ফ করে ভিডিওয় ব্যবহার করেছে।'' কমিশনের তরফে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও গ্রেফতারি বা আটকের খবর মেলেনি এবং ১৭ নভেম্বরের মধ্যে এই ঘটনার এফআইআর-এর একটি কপি দাবি করেছে তারা। বিবৃতিতে লেখা হয়, ''কমিশন জানতে পেরেছে যে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও গ্রেফতারি হয়নি। এটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। এই বিষয়ে ঘটনায় দায়ের হওয়া এফআইআর-এর একটি কপি, গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত সম্পর্কে তথ্য ও কী কী পদক্ষেপ নেওয়ার হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হোক।''

গিরিডিতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত, তিনজন আহত

গিরিডি, ১১ নভেম্বর (হি.স.)। শনিবার সকালে ঝাড়খন্ডে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বাগোদর থানা এলাকার বাগোদর সারিয়া রোডে অবস্থিত আম্বাডিহ মোড়ে গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে মত্যু হয়েছে এক যুবকের। আহত হন আরও তিনজন। বর্তমানে আহত তিনজনই চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মুফাসিল থানা এলাকায় আরেকটি সড়ক দুর্ঘটনায় স্থানীয় নিউজ চ্যানেলের ক্যামেরাম্যান মনোজ কুমার রামের বাবা সূর্য্য রাম একটি ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হন। ঘটনার পর তাকে চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। জানা গেছে, তিনি সকালে দোকান খুলতে বাড়ি থেকে সিহোদিহ যাচ্ছিলেন। তখনই ট্রাক তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়, এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ ক্যানিংয়ে, উত্তেজনা, গ্রেফতার পাঁচ

ক্যানিং, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : জমি বিবাদের জেরে ঘটনার সূত্রপাত। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় আলোচনাও হয়। আপাতত বিষয়টি সাময়িক মিটলেও শনিবার সকালে ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বুদোখালি গ্রামে কালিপুজো করাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। দুপক্ষের অন্তত দশজন গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় গিয়ে পরস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে উভয় পক্ষের মোট পাঁচজনকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দক্ষিণ বুদোখালি গ্রামে দুটি কালিপুজো হয় দীর্ঘদিন ধরে। একটি কালিপুজো স্থানীয় তৃণমূল নেতা ইন্দ্রজিৎ সর্দারের অনুগামী আশুতোষ সর্দাররা করেন, অন্যদিকে আরেকটি কালিপুজো স্থানীয় বিজেপি কর্মী পালান সর্দারও তাঁর অনুগামীরা করেন। বিজেপির অভিযোগ, শুক্রবার থেকেই তৃণমূল তাঁদের কালিপুজো বন্ধের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুক্রবারও কয়েকজনকে মারধর করা হয়েছে। শনিবার সকালে বিজেপি কর্মীরা তাঁদের পুজো উপলক্ষ্যে এলাকায় মাইক বাঁধতে গেলে ইন্দ্রজিৎয়ের লোকজন আচমকা হামলা চালায়। লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। দুপক্ষের মধ্যে বোমাবাজি, গুলির লড়াই চলে।

ঘটনায় দুপক্ষের বেশ কয়েজকজন আহত হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়েই ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী আই সি ক্যানিং সৌগত ঘোষের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার করে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ বলেন, " জমি নিয়ে একটা অশান্তি এলাকায় চলছিল। সেই ঘটনার জেরেই এদিন আচমকা রাস্তা দিয়ে তৃণমূল কর্মীরা যাওয়ার সময় তাঁদের উপর বিজেপির লোকেরা হামলা চালায়। পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করতে।" যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি নেতা প্রশান্ত বায়েন বলেন, " আমাদের কর্মীরা কালিপুজো করবে সেটা তৃণমূল করতে দেবে না। তা নিয়েই শুক্রবার রাত থেকে ঝামেলা করছে। আমাদের কর্মীদের মেরেছে। এদিন সকালেও আচমকাই হামলা চালায় আমাদের কর্মীদের উপর। এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।"

এলাকার সাধারণ মানুষ গুলি, বোমা চলার ঘটনার কথা জানালেও এ কথা অস্বীকার করেছে পুলিশ।

এসডিপিও ক্যানিং দিবাকর দাস বলেন, " কালিপুজো নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছে ইন্দ্র গোষ্ঠী ও পালান গোষ্ঠীর মধ্যে। পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কি কারণে ঘটনা ঘটল সেটা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এ বিষয়ে আরও তদন্ত করা হবে।"

দেশবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবার দেশবাসীকে দীপাবলির আগেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি তার শুভেচ্ছাবার্তায় জানিয়েছেন, দীপাবলি উপলক্ষ্যে আমি, ভারতে এবং বিদেশে বসবাসকারী সকল ভারতীয় নাগরিককে আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাচ্ছি। এদিন তিনি তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় জানিয়েছেন, দীপাবলি আনন্দের উৎসব। এটি অন্ধকারের ওপর আলোর জয়, মন্দের ওপর ভালো এবং অন্যায়ের ওপর ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে পালিত হয়। বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষ এই উৎসব পালন করে থাকে। সকলেই এই উৎসবে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেয়। এই উৎসব উদারতা, ইতিবাচকতা এবং সমৃদ্ধির প্রতীক। দীপাবলির উৎসব আমাদের বিবেককে আলোকিত করে এবং মানবতার কল্যাণে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। রাষ্ট্রপতি বলেন, একটি প্রদীপ অনেক প্রদীপ জ্বালাতে পারে। একইভাবে, দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের সুখ ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের জীবনে সুখ এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারি।

তিনি বলেন, আসুন আমরা সবাই নিরাপদে আলোর উৎসব উদযাপন করি এবং পরিবেশ রক্ষায় অবদান রেখে দেশ গড়ার অঙ্গীকার করি।

শ্রীরামপুরে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে জানলার ভিতরে আটকে পড়লেন বৃদ্ধা, উদ্ধার করল দমকল

শ্রীরামপুর, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : কালীপুজোয় বাড়ি পরিষ্কার করতে গিয়ে চরম বিপদে বৃদ্ধা। হুগলির রামপুরে চারতলা ফ্ল্যাটে কাঁচ পরিষ্কার করতে গিয়ে জানালার ভিতরেই পড়লেন আটকে।অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বার করা যায়নি তাঁকে। অবস্থা এমন চরমে পৌঁছায় যে খবর যায় দমকলে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকল কর্মীরা দরজা ভেঙে উদ্ধার করে তাঁকে।

জানা গেছে, হুগলির শ্রীরামপুর ব্রিজের কাছে কোম্পানি পুকুর ধার এলাকায় উইলিয়াম কেরি ভবনে আবাসনের চার তলায় একাই থাকেন মধুশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। বয়স বাহাত্তরের আশপাশে হবে। শনিবার সকালে কালীপুজো উপলক্ষে ঘরদোর পরিষ্কার করছিলেন তিনি। জানালার কাঁচ পরিষ্কার করার জন্য তিনি উঠেছিলেন বক্স জানলার ভিতরে। তবে বাইরে থেকে লক হয়ে যাওয়ায় জানালার ভিতরেই আটকে পড়েন তিনি। কী করবেন কিছু বুঝে উঠতে না পেরে সেখান থেকেই চিৎকার করে ডাকতে থাকেন এলাকাবাসীকে। প্রথমে তাঁরাও বুঝে উঠতে পারছিলেন না কীভাবে উদ্ধার করা সম্ভব করা হবে। দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকেন তিনি। হাজার চেষ্টা করেও জানালার সেই লক খুলতে পারেননি বৃদ্ধা। শেষমেশ প্রতিবেশীরা দমকলে খবর দেন। শেযে দরজা ভেঙে বাড়ির ভিতরে ঢোকেন দমকল কর্মীরা। তারপর লক খুলে জানার ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁকে। এ দিকে, এতক্ষণ পর বাইরে বেরতে পেরে মুখে হাসি ফোটে মহিলার চোখে মুখে।

জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধার দুই মেয়ে। তাঁরা থাকেন মুম্বইতে। এক দমকল আধিকারীক বলেন, ''স্পেশাল জব টার্ন আউট কল পেয়ে এসেছিলাম। দেখলাম এক বৃদ্ধা জানলার ভিতর আটকে আছেন।পরিষ্কার করতে গিয়ে জানালা লক করে ফেলেছিলেন কোনও ভাবে। দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। উনি সুস্থ রয়েছেন।'' অপর দিকে, মধুশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "জানালার কাঁচ পরিষ্কার করতে গিয়ে আচমকাই আটকে পড়েন। পরে দমকল এসে উদ্ধার করে।"

কেন্দ্রীয় বকেয়ার দাবিতে দিনহাটায় তৃণমূলের মিছিলে উদয়ন গুহ

দিনহাটা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): কোচবিহারের দিনহাটার আটিয়ালডাঙ্গায় একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে তৃণমূলের পদযাত্রায় শামিল হলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। শনিবার সকালে তিনি দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করেন। এই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দিনহাটা দুই ব্লকের সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য, বামনহাট দুই নম্বর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি চঞ্চল কুমার রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, আমরা দলগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি দিনহাটা বিধানসভা এলাকায় ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বকেয়া টাকার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবো। এছাড়াও যেভাবে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই ইডি দিয়ে বিরোধীদের দমিয়ে রাখার একটা চক্রান্ত করছে বিজেপি, তার বিরুদ্ধেও এলাকা ভিত্তিক আমাদের এই প্রতিবাদ মিছিল চলবে। এদিন আমরা বামনহাট দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মাঝখানে চারদিন উৎসবের জন্য বন্ধ থাকবে এবং আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে ধারাবাহিকভাবে আবারও বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চলে এই কর্মসূচী পালন করবেন তাঁরা। যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা না দিচ্ছে ততদিন আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব।

গাজায় বাড়ছে খাদ্য ও জলের সংকট

জেরুজালেম, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : গত মাসের ৭ই অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধের মধ্যে খাদ্য সংকট আরও বাড়ছে। খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়েছে। এক গ্যালন জলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় নাগরিকদের। জাতিসংঘের বেশিরভাগ মানবিক সহায়তা কেন্দ্রের বাইরে সারিবদ্ধভাবে একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে পাঁচ সন্তানের জননী সুজান ওয়াহিদিকে জাতিসংঘের একজন সাহায্য কর্মীকে বলতে শোনা গেছে- আমার বাচ্চারা কাঁদছে। তারা ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত। জল নেই, তাই বাথরুম ব্যবহার করতে পারছি না। উল্লেখ্য, গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। উত্তর গাজা থেকে পালিয়ে আসা হাজার হাজার মানুষ এখন দক্ষিণ গাজায় খাদ্য ও ওষুধের সংকটের সম্মুখীন।

গেহলত সরকার ধর্ষণে অভিযুক্ত পুলিশদের বাঁচানোর চেষ্টায় রয়েছে : বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের দৌসায় নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে গেহলত সরকার, এই বলে অশোক গেহলত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে বিজেপি। শনিবার বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত এক সংবাদিক সম্মেলনে, বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা অভিযোগ করেন, রাজস্থান পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর চার বছরের একটি নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে। রাজস্থান সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে তাদের বাঁচাতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের সাময়িকভাবে বরখাস্তও করা হয়নি। এমনকি অন্য দুই পুলিশ আধিকারিক যারা প্রমাণ নষ্ট করতে অভিযুক্তকে সাহায্য করেছিল তাদের বিরুদ্ধেও গেহলত সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

শাহজাদ পুনাওয়ালা জানান, রাজস্থান সরকার মেয়েদের বাঁচাতে নয় বরং অপরাধীদের বাঁচাতে ব্যস্ত। গেহলত সরকারের কারণে গোটা দেশ বিব্রত হচ্ছে। রাজস্থানে এই ধর্ষণের ঘটনা একমাত্র ঘটনা নয় বরং গত কয়েক মাসে রাজস্থানে মহিলাদের সঙ্গে অনেক ঘটনা ঘটেছে। রাজস্থানে মহিলারা নিরাপদে নেই। এখানে প্রতিদিন ১৮ থেকে ২২টি মহিলা নৃশংস আচরণের শিকার হচ্ছেন। মহিলা ধর্ষণের ক্ষেত্রে এক নম্বর রাজ্যে পরিণত হয়েছে রাজস্থান। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা বঢরাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতারা রাজস্থানে আসেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক পিকনিকের জন্য। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কি দৌসা আসবেন? মানবতার জন্য লজ্জাজনক এই ঘটনাকে নিয়ে কি তিনি কোনও মন্তব্য করবেন?

হরিয়ানায় ১৪০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি সহ গ্রেফতার ব্যক্তি

ফরিদাবাদ, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : হরিয়ানায় বেআইনি বাজি সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ সেন্ট্রাল ইনচার্জ দীপক লোহানের টিম। শনিবার পুলিশের মুখপাত্র সুবে সিং জানিয়েছেন, ধৃত প্রিন্স ফরিদাবাদের ডাবুয়া কলোনির বাসিন্দা।

গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে বাইপাস রোডে একটি বোলেরো পিকআপে থাকা ব্যক্তির কাছ থেকে ১৪০ কেজি আতশবাজি উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদর্শ নগর থানায় সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, দীপাবলি উপলক্ষ্যে বেশি লাভের জন্য পালওয়ালের এক অজানা ব্যক্তির কাছ থেকে ৩০,০০০ টাকায় বাজি কিনেছিল। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ধৃতকে আদালতে হাজির করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

স্বস্তি নওয়াজ শরিফের, তোষাখানা মামলায় বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ আদালতের

ইসলামাবাদ, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের আগে স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। এবার ইসলামাবাদের এক আদালত নির্দেশ দিল তোষাখানা মামলায় নওয়াজের যে সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

উল্লেখ্য, তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ২০২০ সালে নওয়াজ শরিফের বহু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল জমি, দামি গাড়ি থেকে শুরু করে স্থানীয় ও বিদেশি ব্যাঙ্কে রাখা অর্থ।

গাড়িগুলির মধ্যে একটি ল্যান্ড ক্রুজার ও দুটি মার্সিডিজ ছিল। এবার সম্পত্তি নওয়াজকেই ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ আদালতের।

প্রসঙ্গত, ইমরান খান গদিচ্যুত হওয়ার পর নওয়াজের ভাই শাহবাজ ক্ষমতায় এলেও গত ১৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রিত্বে ইতি টানেন তিনি।

মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সরকার ভেঙে দেন শাহবাজ। এরপরেই ইমরানকে টক্কর দিতে প্রত্যাবর্তন ঘটে ৭৩ বছরের নেতার।

শনিবার মধ্যপ্রদেশের ধর ও ইন্দোর জেলায় নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ

ভোপাল, ১১ নভেম্বর (হি.স.) :শনিবার মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি ধর ও ইন্দোর জেলায় চারটি নির্বাচনী জনসভা এবং বিজেপির একটি রথসভায় বক্তব্য রাখবেন।

বিজেপির রাজ্য মিডিয়া ইনচার্জ আশিস আগরওয়াল বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দুপুর ১২.৩০ মিনিটে ধর জেলার মানওয়ারের লাইনস স্কুলের কাছে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন। এরপরে, তিনি দুপুর ২.১৫ মিনিটে গান্ধওয়ানি বিধানসভার আভালদা রথসভায়, বিকেল ৩.১০ মিনিটে বদনাওয়ার বিধানসভার মান্ডি প্রিসেন্টে জনসভায়, ৫.১৫ মিনিটে ধারের কিলা ময়দানে জনসভায় এবং এবং সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিটে ইন্দোর জেলার দেপালপুর বিধানসভার বেতমায় জনসভায় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

লুধিয়ানা রেলস্টেশনে সোনাসহ গ্রেফতার দুই পাচারকারী

চণ্ডিগড়, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : লুধিয়ানা রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সেইসঙ্গে দুকেজি সোনাও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সরকারি রেলওয়ে পুলিশ শনিবার সকালে লুধিয়ানা রেলওয়ে স্টেশনে টহল দেওয়ার সময় দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। ২ কেজি ১০৭ গ্রাম সোনাও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃত পাচারকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। শনিবার সকালে লুধিয়ানা রেলস্টেশনে টাটা মুরি এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে নামে ধৃত দুই যুবক। পুলিশি তল্লাশির সময় এরা পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়। তারপর পুলিশ যুবকদের কাছে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করলে তা থেকে সোনা পাওয়া যায়। ধৃত যুবকদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২ কেজি ১০৭ গ্রাম সোনা। ধৃত পাচারকারীদের নাম অমরজত ও আমরিক। ইন্সপেক্টর যতিন্দর সিং জানিয়েছেন, উভয় যুবকই স্বীকার করেছে যে তারা এলাহাবাদ থেকে সোনা নিয়ে লুধিয়ানা ও অমৃতসরে সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। এই বিপুল পরিমাণের সোনা কয়েকজন ব্যবসায়ীকে সরবরাহ করার কথা ছিল। দুই যুবকের আগের রেকর্ডও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যতিন্দর সিং আরও জানিয়েছেন, যেহেতু বিষয়টি আবগারি বিষয়ক তাই আবগারি দফতরের দলকে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়েছিল। সোনাসহ দুজনকেই তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা থেকে নদিয়া ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ঠাকুমা ও নাতি, আহত আরও ৩জন

নদিয়া, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : নদিয়ায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। গাড়ি করে কলকাতায় ফেরার পথে শনিবার ভোরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ঠাকুমা ও নাতির। এদিন ভোরে নদিয়ার চাপড়া থানার চারাতলা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুইজনের। পরিবারের বাকি তিন সদস্য আশঙ্কাজন অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ দুর্ঘটনা হয় নদিয়ার চাপড়া থানার চারাতলা এলাকায়। অতিরিক্ত গতি এবং অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন গাড়ির চালক। রাস্তার পাশে থাকা একটি বড় অশ্বত্থ গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটি। দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়ির সামনের অংশ। গাড়ির সামনের দিকের আসনে এক বছরের নাতিকে বসেছিলেন ঠাকুমা। দুর্ঘটনায় অকুস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত শিশুটির নাম আবির প্রামাণিক। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ঝর্ণা প্রামাণিক নামে এক প্রৌঢ়ার। পাশাপশি, আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই পরিবারের বাকি তিন সদস্যকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারের বাড়ি পলাশিপাড়া থানার তেহট্ট হাঁসপুকুরিয়ায়। শুক্রবার মধ্যরাতে কলকাতা থেকে একটি চার চাকার গাড়িতে ফিরছিলেন ওই পরিবারের সদস্যেরা। পুলিশ জানিয়েছে, নাতিকে নিয়ে গাড়ির চালকের পাশের আসনে বসেছিলেন ঝর্ণা দেবী। গাড়ির গতিবেগ অত্যন্ত বেশি থাকায় দুর্ঘটনায় গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। প্রৌঢ়া এবং তাঁর কোলে থাকা শিশুটির মাথা থেঁতলে যায়। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, গাড়ির চালক অভিজিৎ মণ্ডলের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। শনিবার সকালে স্থানীয়দের নজরে আসে বিষয়টি।

তাঁরা উদ্ধারকাজ চালানোর পাশাপাশি খবর দেন পুলিশে। প্রথমে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখান থেকে তিন জনকে স্থানান্তরিত করা হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি উদ্ধার করেছে চাপড়া থানার পুলিশ।

২.৬ মাত্রায় ভূমিকম্পে কাঁপল রাজধানী

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ২.৬। কম্পনের উৎসস্থল ছিল উত্তর জেলায় ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।শনিবার বিকেল ৩টা ৩৬ মিনিটে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয় দিল্লিতে। সম্প্রতি নেপালে ৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। জোরাল কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি-এনসিআরেও। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়, নেপালে ৫.৬

দীপাবলিতে ৮০জন ভারতীয় জেলেকে মুক্তি দিল পাকিস্তান

চণ্ডিগড়, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : দীপাবলি উৎসব উপলক্ষ্যে ৮০জন ভারতীয় জেলেকে মুক্তি দিয়েছে পাকিস্তান। মুক্তি পাওয়া এইসব জেলেরা শুক্রবার গভীর রাতে আটারি-বাঘা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করে। বিএসএফ টিম সমস্ত জেলেদের পরীক্ষা করে দেখে তারপর তাদের মুক্তি দেয়। ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জেলেরা ভুলবশত ভারতীয় জল সীমা পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছিল। সেখানে পাকিস্তানি পুলিশ আধিকারিকরা তাদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছিল। এই জেলেদের বেশির ভাগই গুজরাটের বাসিন্দা। সাজা শেষ করে বন্দি জেলেদের ভারতে আসার অনুমতি দেওয়া হয়।

পাকিস্তানি আধিকারিকরা জেলেদের প্রথমে ওয়াঘা বর্ডারে নিয়ে যান। এরপর তাদের বিএসএফ রেঞ্জ আটারি ওয়াঘা বর্ডারে কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। শুক্রবার গভীর রাতে, ওয়াঘা সীমান্ত থেকে সমস্ত জেলেদের অমৃতসরের রঞ্জিত অ্যাভিনিউতে একত্র করা হয়। সমস্ত জেলেদের জিনিসপত্র পরীক্ষা করার পাশাপাশি এদিন জেলেদের শরীরও স্ক্যান করা হয়। বর্তমানে সমস্ত জেলেকে ভারত সরকার অমৃতসর রেডক্রস ভবনে রেখেছে। রবিবার তাদের সকলকে অমৃতসর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে নিজেদের রাজ্য গুজরাটে পাঠান হবে।

পাঁচদিনের ব্রিটেন সফরে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : পাঁচদিনের ব্রিটেন সফরে শনিবার রওনা হয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের পাঁচদিনের ব্রিটেন সফরের উদ্দেশ্য হল, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভারত সফরে আসবেন। ব্রিটেনের লণ্ডনে সুনাকের ভারত সফরের প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। বিদেশমন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত জয়শঙ্কর ব্রিটেনে সরকারী সফরে থাকবেন।

তেলেগু অভিনেতা চন্দ্র মোহন গুরুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীব

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : বিখ্যাত তেলেগু অভিনেতা চন্দ্র মোহন গুরুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার হায়দ্রাবাদে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়ছিল ৮০ বছর।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লিখেছেন, "বিখ্যাত তেলেগু অভিনেতা শ্রী চন্দ্র মোহন গুরুর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তিনি ছিলেন চলচ্চিত্র জগতের একজন মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর শক্তিশালী অভিনয় এবং অনন্য প্রতিভা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর মৃত্যু সৃজনশীল জগতে একটি শূন্যতা তৈরি করেছে, যা পূরণ করা কঠিন হবে। আমার সমবেদনা রইল তাঁর পরিবার এবং অগণিত ভক্তদের জন্য। ওম শান্তি।'

পুর পরিষদ থেকে চারটি পেঁয়াজের কাউন্টারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ নভেম্বর।। বাজারে প্রতিদিন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পেঁয়াজের মূল্য অত্যাধিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে কেজিপ্রতি পেঁয়াজের মূল্য ৭০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। এমন অবস্থায় ধর্মনগরের সাংবাদিকরা পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার এবং জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধনের কাছে পেঁয়াজের দাম কেমন করে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এই আবেদনে সারা দিয়ে ধর্মনগর বাজারের সুপার মার্কেটের চারটি স্টলে শনিবার থেকে সরকারের পক্ষ থেকে ৫৫ টাকা প্রতি কেজি ধরে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু হয়েছে।

এই চারটি স্টলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার ,চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বিবেক এইচকে, পুরো পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার শিব শংকর রায় সহ পুরো পরিষদের অন্যান্য কাউন্সিলর। সরকারি কাউন্টার থেকে ৫৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে খুশির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে স্ব সহায়কগোষ্ঠীর হাতে বানানো মোম এবং প্রদীপের বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। ধর্মনগরে বেশ কয়েক বছর যাবত চলছে দীপাবলি উপলক্ষে স্ব সহায়কগোষ্ঠীর বোনেদের এবং মায়েদের দ্বারা নিজেদের হাতে বানানো মোম এবং প্রদীপের বাজার। এই স্বসহায়ক গোষ্ঠীর বোনেদের এবং মায়েদের এই রোজগারের পথটি বেছে দিয়েছে ধর্মনগর পুরো পরিষদ। পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার সাংবাদিকদের জানান ধর্মনগরে এই ধরনের মোট তিনটি স্টল খোলা হয়েছে।

এই স্টল গুলিতে ১৬০০ থেকে ২০০০ মা বোনেরা তাদের নিজেদের হাতে বানানো মোম এবং প্রদীপের পসরা নিয়ে বসেছে। চেয়ারম্যান আরো জানান এবার ২৫ লক্ষ টাকার মোম এবং প্রদীপ বিক্রয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে পুরো পরিষদ বাজারে অবতীর্ণ হয়েছে। সবাইকে অর্থাৎ প্রতিটি ধর্মনগরবাসীকে তাদের এই মোম এবং প্রদীপ কিনে মা-বোনেদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। রংবেরঙে সেজে উঠেছে স্ব সহায়ক গোষ্ঠীর স্টল গুলি। ধর্মনগরে দীপাবলীর আনন্দে মানুষকে এবং মানুষের বাড়িঘর ও দোকানগুলিকে সাজিয়ে তুলবে এই স্ব সহায়ক গোষ্ঠীর স্টল গুলির দ্বারা নির্মিত মোম ও প্রদীপ। বাজারে যে চাইনিজ বাতিগুলি রয়েছে সেগুলিকে বর্জন করে আমাদের দেশীয় অর্থাৎ লোকাল ফর ভোকাল নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে মোম ও প্রদীপ ক্রয় করার জন্য সাধারণ ধর্মনগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

ধর্মনগর

● আটের পাতার পর

১২ নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় তাদের পূজা মন্ডপ উদ্বোধন করবেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন তাছাড়া একই সাথে তাদের বাৎসরিক ম্যাগাজিনের উদ্বোধন করা হবে। তারা পূজা করে মানুষের জন্য, মানুষকে কেমন করে আনন্দ দেওয়া যায় ,মানুষের সেবায় কেমন করে ব্রতী হওয়া যায়, তাই হচ্ছে তাদের পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাছাড়াও রাজবাড়ীতে অপর ঐতিহ্যবাহী ক্লাব নবযুগ সংঘ এবং আলগাপুরের নেতাজি ক্লাব তাদের শৈল্পিক নিদর্শন এর মাধ্যমে মানুষকে টানতে প্রতিবার সমর্থ হয়। এবার ও শ্যামা মায়ের পূজা কে সাঙ্গ করে এই ক্লাবগুলোর পাশাপাশি ধর্মনগরের আনাচে-কানাচে এমনকি শহরতলীর কামেশ্বরের দেশবন্ধু ক্লাব শহরের ক্লাবগুলোর থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই শ্যামা পূজার আয়োজন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কালীপুজো উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা বার্তা রাজ্যপালের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : কালীপুজো উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছাবার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কালীপুজোর ঠিক একদিন আগে বাংলা ভাষায় আত্মদর্শন এবং আত্মশুদ্ধির বার্তা দেন রাজ্যপাল।

রবিবার কালীপুজো। তার আগে আজ ব্যারাকপুর মণিরামপুর ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশনের কালীপুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন মণ্ডপের উদ্বোধন করে বাংলাতেই রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছাবার্তা দেন তিনি। আর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'আমরা সকলে কালীপুজো ও আলোর উৎসব দীপাবলি পালনে ব্রতী রয়েছি। যাবতীয় কালিমা থেকে আমাদের মনকে শুদ্ধ করার এটা এক আদর্শ সময়। মা কালীর শাশ্বত আলোয় আমাদের সামনের পথ আলোকিত হোক। জয় কালী মা, জয় পশ্চিমবঙ্গ।'রাজ্যপাল এদিন তাঁর বার্তায় আরও বলেন, 'বাংলার ভাই ও বোনেরা, আমরা সকলেই কালীপুজো এবং আলোক উৎসব দীপাবলি পালনে ব্রতী রয়েছি। এই উৎসব দৈনন্দিন জীবনের চাপ এবং জাগতিক কালিমা থেকে আমাদের মনকে শুদ্ধ করার এবং দেবতার কাছে প্রার্থনা করার একটি আদর্শ মাধ্যম। এখন আত্মদর্শন এবং আত্মশুদ্ধির সময়। সর্বব্যাপী মা কালী শাশ্বত আলোয় আমাদের সামনের পথকে আলোকিত করুন। জয় কালী মা, জয় পশ্চিমবঙ্গ।'

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে এবারও হচ্ছে না কালীপুজোর কার্নিভাল, মন খারাপ এলাকাবাসীর

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের মানুষের আশায় জল ঢেলে এবছরও হচ্ছে কালীপুজোর কার্নিভাল। বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক মন্দা পরিস্থিতির কারণেই এবার কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে বিগ বাজেটের একাধিক কালীপুজো হলেও কার্নিভাল হচ্ছে না। যা নিয়ে মন খারাপ অনেকেরই।তাঁদের বক্তব্য, কালীপুজোই বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই এলাকার সবচেয়ে বড় উৎসব। তাই পুজোর পর কার্নিভাল হলে সেটিকে নিয়েও আনন্দে মেতে উঠতেন তাঁরা।কয়েক বছর আগে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতি সহ বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনগুলির উদ্যোগে এই স্থলবন্দরে কালীপুজোর কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। করোনা পরিস্থিতিতে সেই কার্নিভাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আর চালু হয়নি। এবার অবশ্য কার্নিভাল নিয়ে অনেকটা আশাবাদী ছিলেন পুজো উদ্যোক্তা সহ চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের মানুষ। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক মন্দা পরিস্থিতির কারণেই এবার কার্নিভালের আয়োজন করতে এগিয়ে আসার সাহস দেখাননি কেউ। এই অবস্থায় প্রশাসনের উদ্যোগে কার্নিভালের আয়োজনের দাবি করে ব্লক প্রশাসনের কাছেও আর্জি জানিয়েছিলেন চ্যাংরাবান্ধার বিভিন্ন পুজো কমিটি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু তাদের তরফেও এনিয়ে কোনও সাড়া মেলেনি।চ্যাংরাবান্ধা বাজার এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তথা ভিএসসিএ ক্লাবের কালীপুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা সুনির্মল গুহ বলেন, 'চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে অনেক বড় মাপের একাধিক কালীপুজো হচ্ছে এবারও। তাই কার্নিভাল হলে খুব ভালো হত। বৈদেশিক বাণিজ্যের খারাপ পরিস্থিতির কারণে স্থানীয়দের উদ্যোগে এই কার্নিভাল করা সম্ভব হচ্ছে না।'-

শান্তির বাজারে বিগ বাজেটের কালী পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ নভেম্বর।। আলোরউৎসব দীপাবলীকে কেন্দ্রকরে অন্যান্যবছরেরন্যায় এইবছরও শান্তির বাজার ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থার উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার শহরে বীগ বাজেটের কালি পূজার আয়োজন করাহয়েছে। ১০ লক্ষটাকা ব্যায়করে নেপালের বৌদ্ধমন্দিরের আদলে পূজা পেন্ডল তৈরিকরে মায়ের আরাধনায় ব্রতীহয়েছেন ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থার সদস্যরা। এইবছর ৬ দিনব্যাপী পূজাকে কেন্দ্রকরে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন পূজা কমিটির উদ্দ্যোগতারা। শনিবার রাত্রিবেলায় ফিতাকেটে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে এইপূজা সকলের জন্য উন্মুক্ত করেদিলেন শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। উদ্ভোদকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা সহ ছাত্র বন্ধু সামাজিক সংস্থার সদস্যরা। উদ্ভধনী অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্যশেষে ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থার উদ্দ্যোগে পৌর পরিষদে সাফাইকর্মী ও শান্তির বাজার জেলাহাসপাতালে সাফাইকর্মী ও সিকিউরিটি গার্ডের মধ্যে বস্ত্র বিতরন করাহয়। ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থা পূজায় সকলে আনন্দ দেবার পাশাপাশি সামাজিক কাজেও এগিয়েএসেছে। ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থার এইধরনের কর্মসূচীর জন্য সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

শিখা জীবনের সমস্ত গ্লানিকে দূর করে আলোকিত করে তুলুক এটাই আমাদের প্রার্থনা। আলোকের ঝর্না ধারায় উদ্ভাসিত হোক আমাদের আগামী দিনগুলি। আত্মনির্ভরতায় ও উন্নয়নের জয়যাত্রায় আলোর পথে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের আশীর্বাদে আমরা সকলে যাতে সুস্থ ও সুন্দরভাবে একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারি, দীপাবলি উৎসবে আমি সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছি।'

জোরদার

● প্রথম পাতার পর

আতশবাজির বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বেআইনি শব্দ বাজি বিক্রি ও ফাটানো বন্ধ করতে বিশেষ টিম কাজ করছে।

উৎসব ট্রেন

● প্রথম পাতার পর

ঘণ্টায় কাটিহার থেকে রওনা দিয়ে মনিহারিতে আগমনের সময় অর্থাৎ ২১.৩০ ঘণ্টার৩০ মিনিট পূর্বে পৌঁছেছে। ওখা-নাহরলগুন, কলকাতা-গুয়াহাটি ইত্যাদি অন্যান্য স্পেশাল ট্রেনগুলি নিজের প্রকৃত যাত্রা সময়সূচি অনুযায়ী চলাচল করছে।উৎসব স্পেশাল ট্রেনে সংযোজিত এই অতিরিক্ত বার্থগুলি উৎসবের এই ভিড়ের সময় যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণের যত্ন নেবে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

মিয়ার মৃত্যু ঘটে বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের।

তাঁদের আরও অভিযোগ, হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে দীর্ঘ সময় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। চিকিৎসকদের সাথে দেখা করতে দেয়নি।

পর্বতী সময়ে যখন চিকিৎসক সামু মিয়াকে দেখতে আসেন ততক্ষণে রোগীর অবসা সংকটজনক হয়ে পড়ে এবং রোগীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ওই ঘটনাকে ঘিরে ওই ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। পরিসিতি সামাল দিতে ছুটে আসে পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানরা।

বাকিবুরের থেকে ৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয়, জেলে গিয়ে জেরা করবে ইডি

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে তদন্তের ঝাঁঝ আরও বাড়াচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বাকিবুর, জ্যোতিপ্রিয়র আরও সম্পত্তির খোঁজ পেতে জোরকদমে চলছে তদন্ত। ইডি সূত্রে খবর, বাকিবুর রহমানের কাছ থেকে ৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। জেরায় ঋণ নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন জ্যোতিপ্রিয়। এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে জেলে গিয়ে জ্যোতিপ্রিয়কে জেরা করবে ইডি।

রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে বাকিবুরকে গ্রেফতারের পর জ্যোতিপ্রিয় সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি বাকিবুরকে চেনেনই না। কিন্তু, এখন একেবারে ঋণের কথা সামনে আসায় তা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। জ্যোতিপ্রিয় নিজেই জানিয়েছেন ঋণ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা নিজের নামে নেননি মন্ত্রী। ইডি সূত্রে খবর ঋণ নেওয়া হয়েছিল তাঁর কন্যা ও স্ত্রীর নামে। গোটা প্রক্রিয়া চলে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে। কিন্তু, কেন তিনি কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে লোন না নিয়ে এক চালকল মালিকের থেকে লোন নিতে গেলেন সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, এই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই জোতিপ্রিয়কে করেছেন ইডির তদন্তকারীরা। তিনি যেটাকে লোন হিসাবে দেখাচ্ছেন তাহলে এটাই কী দুর্নীতির টাকা? দুর্নীতির যে টাকা বাকিবুর প্রভাবশালীদের দিয়েছেন বলে শোনা গিয়েছে সেই টাকাই কি এই টাকা? ঘুরছে একগুচ্ছ প্রশ্ন। অন্যদিকে আজ, শনিবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ইডির দাবি, বাকিবুর ও জ্যোতিপ্রিয় পরস্পরকে চিনতেন। এমনকী তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল। ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ হিসেবে এদিন আদালতে ইডি বিনা সুদে এই বিপুল ঋণের কথা জানায়। তারপর বাকিবুরকে আগামী ২২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। জেলে গিয়ে তাঁকে জেরার জন্য আদালতের অনুমতিও পেয়েছে ইডি। নিজেদের দাবির সপক্ষে আদালতে একাধিক নথিও পেশ করে ইডি। আর ইডির পক্ষ থেকে বিচারপতিকে বলা হয়, 'সেই ঘনিষ্ঠতা না থাকলে কোনও কাগজ ছাড়াই কেউ অচেনা কাউকে ৯ কোটি টাকা ঋণ দেবে?'

ইডি আদালতে আজ জানিয়েছে, রেশনের চালের টাকা তছরুপ করেছেন বাকিবুর। তার জন্য ভুয়ো কৃষকদের নামে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। বেশ কয়েকজনকে কৃষক সাজিয়ে দেখিয়ে ওই অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন বাকিবুর। এই অ্যাকাউন্টগুলিতেই যেত ধানের সহায়ক মূল্য। এই সব বহু ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে। রেশনের কালো টাকা সাদা করতে ভুয়ো কৃষক সংগঠন 'ফার্মারস ফোরাম' নামে গড়ে তোলা হয়। ওই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন রাইস মিল মালিক বাকিবুর রহমান। আগামী সোমবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ হবে। তার আগে এই ৯ কোটির রহস্য বের করতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে জয় মা-এর বাৎসরিক পূজাচর্না, সেজে উঠেছে শ্রীশ্রী লাতু জয়কালীবাড়ি

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে মায়ের বাৎসরিক পূজাচর্না। এ উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে করিমগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শ্রীশ্রী লাতু জয় কালীবাড়ি মন্দির। ভক্তদের দানকৃত সোনা-রূপার অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলা হয়েছে জয় মাকে। করিমগঞ্জ জেলা সদর শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরবর্তী লাতুতে অবস্থিত প্রায় ২০০ বছরের পুরনো জয় কালীবাড়ি। কোনও আধুনিকতা নেই, নেই তামসিকতা। সাত্বিকতাকে প্রাধান্য দিয়েই আয়োজন হয় এখানে শক্তির আরাধনা। তাই প্রতি বছরের মতো এ বছরও কালীপুজো উপলক্ষ্যে পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণ।জনশ্রুতি, প্রায় ২০০ বছর আগে অশ্বত্থ (বট) বৃক্ষের নীচে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন দেবী মা। এর পর স্বপ্নাদেশ পেয়ে শিলা পাথরকে স্থাপন করেন ভক্তরা। কালক্রমে বিশ্বাস আর ভক্তিতে এখানে গড়ে ওঠে মাতৃ মন্দির। বর্তমানে করিমগঞ্জ জেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম শ্রীশ্রী লাতু জয় কালীবাড়ি। এই মাতৃ মন্দির অত্যন্ত জাগ্রত বলে জনবিশ্বাস। জাগ্রত মা অধিষ্ঠিত এখানে। ভক্তদের মনোবাসনা পূরণ করে দেন দেবী মা। যার জন্য শ্রীশ্রী মায়ের পূজার্চনা, আশীর্বাদ নিতে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা ছুটে আসেন এখানকার জয় মা কালীর পূজা করতে।তবে মায়ের বাৎসরিক বিশেষ পূজা বলে কথা। তাই আজ শনিবার থেকেই ভক্তদের ঢল নেমেছে মন্দিরে। অমাবস্যা প্রদ্যূষে জয়কালীর পূজাচর্না, হোম অনুষ্ঠিত হলে এদিন মন্দিরে অধিষ্ঠিত মহাদেব, শীতলা, হনুমান সহ শনিদেবের পূজাচর্না অনুষ্ঠিত হয় দিনের বেলা। প্রতিদিন মায়ের ভোগ দান এবং সন্ধ্যারতি হয় মন্দিরে। দীপান্বিতা অমাবস্যা উপলক্ষ্যে রাতে বিশেষ পুজো এবং ভোগদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। রাতেই ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে মহাপ্রসাদ।মহোৎসব উপলক্ষ্যে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় মন্দির ও পার্শবর্তী এলাকায়।মন্দির পরিচালন কমিটির সম্পাদক দেবতোষ রায় জানান, পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবারও। রবিবার প্রদ্যূষে সম্পন্ন হবে জয় মা-এর বাৎসরিক বিশেষ পূজাচর্না। বলেন, প্রতিবছর অগণিত ভক্তের ঢল নামে মন্দিরে। ব্যতিক্রম হবে না এবারও। পাঁচ হাজার ভক্তের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাৎসরিক উৎসব সফল করতে সকল মাতৃভক্তের সহযোগিতা কামনা করেছেন সম্পাদক দেবতোষ রায়। কালী পূজা ও দীপাবলির প্রাক্কালে অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া।এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল কাটারিয়া বলেছেন, মা কালীর ঐশ্বরিক আশীর্বাদে রাজ্যবাসীর জন্য আনন্দ, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি বহন করুক। রাজ্যপাল বলেন, 'দীপাবলি হচ্ছে অমানিশার আঁধার কাটিয়ে আলোর উৎসব, যা অশুভের ওপর ধর্মের জয় সূচনা করে। এই উৎসব প্রজ্ঞার পথ প্রশস্ত করতে অন্ধকার দূর করে।'রাজ্যপাল আরও বলেন, 'আলোর এই উৎসব অন্ধকার ঘুচিয়ে শান্তি, আনন্দ ও সমৃদ্ধি কেড়ে এনে আমাদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের বাঁধন শক্তিশালী করুক। আমাদের রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ অন্ধকার দূর করতে আলোর উৎসব অসমকে স্বচ্ছ ও সবুজ করে তোলার পাশাপাশি প্রদূষণমুক্ত দীপাবলি উদযাপন করতে জনসাধারণকে আহ্বান জানান রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া।

বাসন্তীর নীলকণ্ঠপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হল ডিজিটাল উপস্থিতি যন্ত্র

বাসন্তী, ১১ নভেম্বর (হি. স.) শনিবার বাসন্তীর নীলকণ্ঠপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হল ডিজিটাল উপস্থিতি যন্ত্র। স্কুলের শতাধিক পড়ুয়ার জন্য ডিজিটাল পরিচয় পত্র বানিয়েছে স্কুল। আর এবার তাঁরা স্কুলে এলেই এই ডিজিটাল স্বয়ংক্রিয় উপস্থিতি যন্ত্রে নিজেদের পরিচয় পত্র ছোঁয়ালে একদিকে যেমন স্কুলের ডিজিটাল খাতায় তাঁদের নাম নথিভুক্ত হবে, তেমনি তাঁদের অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে একটি মেসেজ চলে যাবে যে সন্তান স্কুলে পৌঁছেছে।

মাস তিনেক আগে এই ব্যবস্থা বাসন্তীর চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে চালু হয়েছিল। এবার সেই তালিকায় নতুন নাম নথিভুক্ত হল এই নীলকণ্ঠপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। এদিনের এই যন্ত্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল, শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই মালি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ মন্ডল বলেন, " সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের এই প্রাথমিক স্কুলও যে কোনভাবে পিছিয়ে নেই সেটাই সকলের কাছে তুলে ধরতে এই উদ্যোগ। পড়ুয়াদের নিরাপত্তা এবং এই স্কুলের প্রতি পড়ুয়া ও অভিভাবকদের উৎসাহী করতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ৫০ ওভারের ক্রিকেটই হওয়ার কথা, কিন্তু বেঁকে বসেছে সম্প্রচারকারী সংস্থা

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর(হি.স.): ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানে হবে। ২০২১ ক্রিকেট বোর্ডগুলোর সঙ্গে কথা বলে ঠিক হয়েছিল এই প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জন করার জন্য একদিনের বিশ্বকাপের লিগপর্বে প্রথম আট দলের মধ্যে থাকতে হবে।চলতি বিশ্বকাপের মাঝেই জানিয়ে দিয়েছিল আইসিসি।সুতরাং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ৫০ ওভারের ক্রিকেটই হওয়ারই কথা। কিন্তু বেঁকে বসেছে সম্প্রচারকারী সংস্থা।আইসিসির এই সিদ্ধান্তে পিছিয়ে পড়া দলগুলো এখন চাপে পড়ে গেছে। এর মধ্যে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড লিগপর্বে তলানিতে রয়েছে। তাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ইংল্যান্ডের যোগদান এখনো অনিশ্চিত। আর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সুযোগ না-ও পেতে পারে বাংলাদেশ।আর এ নিয়ে বিশ্বকাপের মাঝে হঠাৎ তৈরি হয়েছে নতুন জটিলতা।কারন সম্প্রচারকারী সংস্থা ৫০ ওভারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চাইছে না। তারা চাইছে টি ২০ ফারম্যাটে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হোক।ভারতের সম্প্রচারকারী সংস্থা আট দলের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে টি ২০ ক্রিকেট চাইছে। সেটার বড় কারণ আগামী বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।বলা হচ্ছে জুন মাসের এই প্রতিযোগিতায় খেলা হলে, তা ভারতীয় দর্শক টানার পক্ষে সুখকর নয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সময়ের ব্যবধান অনেকটাই। ওখানে সকালে খেলা হলেও ভারতে সেই ম্যাচ শেষ হতে রাত হয়ে যাবে। এর ফলে ক্ষতি হবে সম্প্রচারকারী সংস্থার। তাই তারা চাইছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে হোক টি ২০ ক্রিকেট।

প্রয়াত সতীশ দাসের পরিবারের হাতে শোকবার্তা

করিমগঞ্জ (অসম) ১১ নভেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত সতীশ দাসের পরিবারকে শোক বার্তা তুলে দিলেন বারইগ্রাম আশ্রম কেন্দ্রীয় কমিটি। বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ, ধর্মীয় ব্যাক্তিত্ব তথা রাধারমণ গোস্বামী জিউর শিষ্য সতীশ চন্দ্র দাসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বারইগ্রাম শ্রীশ্রী গোপাল জিউ, শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর আশ্রমের কেন্দ্রীয় কমিটি।

সম্প্রতি আশ্রমে এক সভায় প্রয়াত দাসের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা শেষে উনার বিদায়ী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করে তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। এদিকে শনিবার আশ্রম কমিটির সদস্যরা শোক বার্তা নিয়ে প্রয়াতের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং স্ত্রী শেফালী দাস ও পুত্র কাশিবিশ্বনাথ দাসের হাতে শোক বার্তা তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন আশ্রমের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তরুণ চৌধুরী, ডা: কমলেশ দে, ডা: দূর্বাদল দাস, কৌশিক রঞ্জন দে, অলোক রায়, রঞ্জিত রায় প্রমুখরা।

কুলতলিতে পাল্টা সভা তৃণমূলের, হুঁশিয়ারি সুকান্তকে

কুলতলি, ১১ নভেম্বর (হি. স.) পরিযায়ী উপাচার্য, অনুপ্রবেশ উপাচার্যরা যেন রাজ্যের সিস্টেম খারাপ করতে না পারে। এতগুলো বিএড কলেজের অনুমোদন কেন বাতিল করা হয়েছে তা শিক্ষাদফতর তদন্ত করে দেখবে বলে কুলতলিতে থেকে হুঁশিয়ারি দেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির জামতলায় বিজেপির পাল্টা সভা করে তৃণমুল। রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সভার তিনদিনের মাথায় এই পাল্টা সভা করল তৃণমূল। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সওকাত মোল্লা ও কুলতুলির বিধায়ক গনেশ মন্ডল। কুলতলিতে এসে বিধায়ক গনেশ মন্ডলকে দুর্নীতির অভিযোগে জেলে পোরার হুমকি দিয়েছেন সুকান্ত। তারই পাল্টা এই সভা থেকে বিজেপিকে তুলোধনা করেন শওকত মোল্লা ও গনেশ মন্ডল। শওকত মোল্লা জানান এই জেলায় তৃণমুলের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকতেই পারবে না বিরোধীরা। জেলার সবকটি লোকসভা আসন যাদবপুর, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ডহারবার সহ সবকটি আসনই তৃনমুল জিতবে বলে জানান। অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যেই দাঁড়াক তার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

সুকান্ত কুলতলিতে কুৎসা করতে এসেছিল বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উত্তর প্রদেশ ও ত্রিপুরায় বিজেপির গুন্ডা বাহিনী তৃণমূলের উপর হামলা চালায়। আমরা চাইলে কুলতলিতে বিজেপিকে ঢুকতে দিতাম না। কিন্তু এ রাজ্যে মমতা বন্দোপাধ্যায় বিরোধীদের সম্মান দেয়। বাংলায় জিততে না পারার কারণেই আবাস যোজনা ও একশো দিনের কাজ বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র বলে জানান ব্রাত্য। সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে অন্যায়ভাবে সাসপেন্ডও করার সুপারিশ করেছে এথিক্স কমিটি। আম্বানি আদানির বিরুদ্ধে মুখ খোলাতেই এই প্রতিহিংসা। যে চারটি রাজ্যে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে সব জায়গাতেই বিজেপি হারবে। নওশাদ আর কোনোদিন বিধায়ক হিসেবে জিতবে না। পিপিলীকার পাখা উড়ে মরিবার তরে বলেই নওশাদ ডায়মন্ডে দাঁড়াতে চাইছে। ওর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

ক্রীড়াঙ্গন

চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যাটারদের উপর জোড় দিলেন ত্রিপুরার কোচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। শুরু হলো চূড়ান্ত প্রস্তুতি। অনূর্ধ-১৯ ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটারদের। শনিবার এম বি বি স্টেডিয়ামে সকালে প্রায় ৩ ঘন্টা অনুশীলন হয়। রবিবার হবে শেষ প্রস্তুতি। সোমবার বিশ্রাম দেওয়ার পর মঙ্গলবার চন্ডিগড় যাবে ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটাররা। ওই রাজ্যের দলের বিরুদ্ধে মরশুমের প্রথম ম্যাচ খেলবে ত্রিপুরা। ১৭-২০ নভেম্বর হবে ম্যাচটি।

২৪ নভেম্বর দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ বিদর্ভ। ম্যাচটি হবে নাগপুরে, ১ ডিসেম্বর ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ গোয়া, ম্যাচটি হবে সেনগুইমে, ৮ ডিসেম্বর থেকে প্রতিপক্ষ মুম্বাই এবং ১৫ ডিসেম্বর থেকে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব। শেষ দুটি ম্যাচ ত্রিপুরা খেলবে আগরতলায়। এদিন অনুশীলনে শুরুতে কন্ডিশনিং, মাঝে ফিল্ডিং এবং শেষে দীর্ঘসময় নেটে অনুশীলন করানো হয়। মরশুমে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ভুগতে হচ্ছে ত্রিপুরাকে।

ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তাই ব্যাটসম্যানদের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় অনুশীলনে। আসরে শক্তিশালী গ্রুপে ত্রিপুরা থাকলেও ভালো ফলাফল করা নিয়ে আশাবাদী টিম ম্যানেজমেন্ট।

এর জন্য ব্যাটসম্যানদের গুরু দায়িত্ব নিতে হবে তাও বিশ্বাস করেন টিম ম্যানেজমেন্ট। ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটাররা হলেন : দ্বীপজয় দেব (অধিনায়ক এবং উইকেট রক্ষক), দেবাংশু দত্ত (সহ অধিনায়ক এবং উইকেট রক্ষক) দীপঙ্কর ভাটনগর, প্রীতম দাস, শশীকান্ত বিন, অভিক পাল, প্রিয়াঙ মিত্র, সপ্তজিৎ দাস, আয়ুষ অনিল দেবনাথ, ধৃতিমান নন্দী, দেবজিৎ সাহা, শায়ন সাহা, সম্রাট বিশ্বাস, অর্কজিৎ রায়, রাকেশ রুদ্রপাল, বিশাল সিনহা, আজহার উদ্দিন আহম্মেদ, দ্বীপায়ন দাস, সুমিত যাদব, দেবতনু পাল, তন্ময় সরকার, আকাশ রায়। কোচ: ডি ভিনসেন্ট বিনয় কুমার, সহকারি কোচ: জয়ন্ত দেবনাথ, অনুপম দে, ট্রেণার উত্তম দে, ফিজিও রাজেশ কুমার মোদক এবং ভিডিও অ্যানালাইসিস্ট শুভেন্দু ভট্টাচার্য, ম্যানেজার কাম অবজারভার জয়দেব সাহা, লজিস্টিক ম্যানেজার নারায়ণ শীল।

এশিয়ান টেনিস আসর আগরতলায় আজ শুরু : উদ্বোধক রাজ্যপাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। টেনিস তারকাদের হাট বসতে চলেছে আগরতলার মালঞ্চ নিবাসে। প্রথমবারের মতো ত্রিপুরায় এশিয়ান-১৬ এন্ড আন্ডার রেংকিং জুনিয়র টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৩ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। টুর্নামেন্টের ঢাকে কাঠি পড়েছে আজ-ই। কোয়ালিফায়িং রাউন্ডের খেলা শুরু হয়েছে আজ, শনিবার থেকে। ১১ থেকে ১৮ নভেম্বর আট দিনব্যাপী এই এশিয়ান টেনিস আসর আগরতলার মালঞ্চ নিবাসস্থিত টেনিস কোর্টে অনুষ্ঠিত হলেও মূলতঃ মূল প্রতিযোগিতা হবে পাঁচ দিন। ১৩ থেকে ১৭ নভেম্বর। আজ, শনিবার সকাল ন'টায় মালঞ্চ নিবাসস্থিত টেনিস কোর্ট কমপ্লেক্সে আয়োজক ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যক্ত করেন সংস্থার সম্পাদক সুজিত রায়। প্রতিযোগিতার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা এবং এশিয়ান-১৬ এবং আন্ডার রেংকিং জুনিয়র আসরে অংশ নিতে আসছে এমন টেনিস তারকা তথা এশিয়ান শীর্ষ বাছাই টেনিস খেলোয়ারদের নাম সহ প্রতিযোগিতার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন এশিয়ান টেনিস ফেডারেশন স্বীকৃত ম্যাচ রেফারি প্রবীন কুমার নায়েক। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি বিধান রায়, সহ সভাপতি প্রণব চৌধুরী, তড়িৎ রায়, জয়েন্ট সেক্রেটারি অরূপ রতন সাহা, চিন্ময় দেববর্মা, কোষাধ্যক্ষ মৃন্ময় সেনগুপ্ত কার্যকরী কমিটির সদস্য অমিয় কুমার দাস, উপদেষ্টা ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য, আমেরিকা থেকে আগত ড় জৈন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য আগামীকাল বিকেল সাড়ে তিনটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব, দপ্তরের অধিকর্তা, ক্রীড়া পর্ষদ সচিব, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন।

বরিষ্ঠ অ্যাথলেট শেফালী বর্ধনের স্বর্ণপদক সামান্য ভুলে সোনা হাতছাড়া জবা পাল দত্তের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। বরিষ্ঠ অ্যাথলেট শেফালী বর্ধনের স্বর্ণপদক জয়। সামান্য ভুলের জন্য স্বর্ণপদক হাতছাড়া হলো জবা পাল দত্তের। ভারতীয় শিবিরে বিশেষ করে ত্রিপুরা টেন্টে দারুন খুশির হাওয়া। তবে একটুখানি দুঃখ রয়েছে জবা পাল দত্তের বিষয়টা নিয়ে। শেফালী বর্ধন সত্তর থেকে ৭৪ বছর গ্রুপে মহিলা বিভাগে ৮০ মিটার হার্ডলেস দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছে। এদিকে, মহিলা বিভাগে ৬০ থেকে ৬৪ বছর গ্রুপে জবা পাল দত্ত সবার আগে দৌড়ে ৮০ মিটার হার্ডলে রেসে শেষ প্রান্তে পৌঁছুলেও হার্ডলে টপকানোর সময় একটি হার্ডলে হাত লেগে গেছে বলে ট্র্যাক জাজ-এর নজরে এসেছে। বিষয়টা ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টের রুলস এন্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট-এর গ্যারাকলে জবা পাল দত্তকে ডিসকোয়ালিফাই হতে হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে স্বর্ণপদক হাতের মুঠোয় পেয়েও টেকনিকাল ফল্ট এর কারনে হাতছাড়া হতে হলো। এদিকে, আজ পুরুষদের বিভাগে ৫০ থেকে ৫৪ বছর গ্রুপে ২০০ মিটার দৌড়ে নারায়ণ ঘোষ কোয়ালিফাইং রাউন্ডে জয়ী হয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার জন্য বাছাইকৃত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ফিলিপাইন্স-এ নিউ ক্লার্ক সিটিতে ২২ তম এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের হয়ে ত্রিপুরার অ্যাথলেটরা প্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিচ্ছে। ২৮টি এশিয়ান কান্টি এতে অংশগ্রহণ করেছে। তবে আনন্দের বিষয়, ভারত কিন্তু দেড় শতাধিক পদক জয়ের মধ্য দিয়ে পদক তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে। আগামীকাল প্রতিযোগিতার শেষ দিন। অবশিষ্ট ইভেন্ট গুলোতে ভারতের তথা ত্রিপুরার অ্যাথলেটরা আরও সাফল্য পাবে বলে আশাবাদী। বিশেষ করে ভারতীয় রিলে টিমে ত্রিপুরার অ্যাথলেটের ডাক আসতে পারে বলেও অনুমান করা যাচ্ছে। স্বাভাবিক কারণে আরও পদকের আশা করাই যেতে পারে। প্রথম দিনে ত্রিপুরার অ্যাথলেট লাকি রায়ের পায়ে চোট পাওয়ার কারণে পদক হাত ছাড়া হওয়ার বিষয়টাও ত্রিপুরা টেন্টে স্পোর্টসম্যান স্পিরিটে একটু হলেও প্রভাব পড়েছে। ৮০০ মিটার দৌড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে ১০ মিটার পেছনে পৌঁছুলে লাকি রায়ের পায়ের ট্যান্ডনে হঠাৎ চোট লেগে যায়।

দৌড় সম্পন্ন না হলেও শেষ পর্যন্ত পায়ে ব্যান্ডেজ করে এখন পুরোপুরি বিশ্রামে রয়েছেন। প্রত্যাশা আগামী সময়ে চোট সারিয়ে সুযোগ পেলে লাকি অবশ্যই তার দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে বলে অনুমান।

রাজ্য স্কুল দাবায় প্যায়ারিং ক্রটিতে ক্ষোভ শাক্য, আর্শিয়া, অভিজ্ঞান, অদ্রিজা সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। বেনিয়ম প্যায়ারিং। হয়তো জ্ঞাত সারে নয়তো অজ্ঞানতার কারনে। সাধারনত কোনও দাবাড়ু যদি কোনও রাউন্ডে অনুপস্থিত থাকে তাহলে পরের রাউন্ডে সে যদি খেলার সবুজ সঙ্কেত দেয় তাহলেই প্যায়ারিং এ রাখা হয়। কিন্তু রাজ্য স্কুল দাবায় কোনও এক অজ্ঞাত কারনে ৩ রাউন্ডে না খেলা বেশ কয়েকজন দাবাড়ুকে পেয়ারিং এ নাম রেখে দেওয়া হয়। হয়তোবা দাবাড়ুদের সংখ্যা দেখানোর জন্য বাদ দেওয়া হয়নি। আর তাতে ক্ষতি হয়েছে প্রকৃত খেলতে আসা দাবাড়ুদের। প্রশ্ন কেনও বাদ দেওয়া হয়নি পর পর ৩ রাউন্ডে ওয়াকওভার দেওয়া ওই দাবাড়ুদের। যে প্যায়ারিং করা হয়েছে তাতে অনূর্ধ-১৪ বালক বিভাগে ঊণকোটি জেলার প্রজন চৌধুরি, খোয়াই জেলার অঙ্কিত ভৌমিক, বালিকা বিভাগে গোমতি জেলার রাধিকা মালাকার, অদ্রিতা দেব, সুনাক্ষি দাস, অনূর্ধ-১৭ বালক বিভাগে সিপাহীজলা জেলার ড্যানিয়েল দেববর্মা, ললিত দেববর্মা এবং বালিকা বিভাগে সিপাহীজলা জেলার পেহেলি দেবনাথ আসরেই অংশ নেয়নি। তারপরও কোনও এক অজ্ঞাত কারনে ৩ রাউন্ড পর্যন্ত পেয়ারিং-এ ওই দাবাড়ুদের নাম রেখে বিপক্ষকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়। প্রশ্ন কেন এনিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে দাবাড়ু এবং দাবাড়ুদের অভিভাবকদের মধ্যে। গেলোবছর তেলিয়ামুড়ায় অনুষ্ঠিত রাজ্য স্কুল আসরে বাকা পথে বেশ কয়েকজন দাবাড়ুকে খেলিয়ে সমস্যায় পড়েছিলো পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড। এবার আবার ঘটলো আরেক ঘটনা। এনিয়ে চিফ আরবিটর নির্মল দাস বলেন, 'উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে যতক্ষন আমাকে কিছু জানায়নি ততক্ষণ পেয়ারিং এ রেখেছি ওই দাবাড়ুদের। চতুর্থ রাউন্ডে জানানোর পরই ওই দাবাড়ুদের নাম ছেটে ফেলা হয়'। এদিকে ২ বিভাগে রাজ্য স্কুল দাবা শেষ হয় শনিবার। নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যোগা হলঘরে হয় আসর। দুপুরে খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। আসর থেকে প্রতি বিভাগে ৫ জন করে দাবাড়ু বাছাই করা হয় জাতীয় স্কুল দাবায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে। আসরে অনূর্ধ-১৪ বালক বিভাগে শাক্য সিনহা মোদক, অভিনব নাথ, মেহেরুদ্বীপ গোপ, দেবজিৎ দে। রাহুল রায়, বালিকা বিভাগে আর্শিয়া দাস, সমৃদ্ধি ঘোষ, দেবাঙ্গানা সাহা, রাধিকা মজুমদার, শ্রীজা রায়, অনূর্ধ- ১৭ বালক বিভাগে অভিজ্ঞান ঘোষ, অগ্রজিৎ পাল, সুবর্ণ সাহা, রাজদীপ কর, সোহাগ রায়, বালিকা বিভাগে অদ্রিজা দেবনাথ, বৈশালী দেবনাথ, মন্দিরা দেবনাথ, রিশা দাস এবং রুপশ্রিতা দত্ত প্রথম ৫ টি স্থান দখল করে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

দুটি মসজিদে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ নভেম্বর।। গতকাল গভীর রাতে কৈলাসহর গৌরনগর এলাকা থেকে দুটি মসজিদের দান বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল।

প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গতকাল গভীর রাতে গৌরনগর জামে মসজিদের দান বাক্স ভেঙ্গে নগদ অর্থ হাতিয়ে নেয় চোর আনুমানিক প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। সে অন্যদিকে গতকাল গভীর রাতেই গৌরনগর পল্টি বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি মসজিদের দান বাক্সের তালা ভেঙ্গে নগদ অর্থ হাতিয়ে নেয়।আজ সকাল বেলা স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলে উনারা হতভম্ব হয়ে পড়েন। তারপর গৌরনগর জামে মসজিদের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে মসজিদ পরিচালন কমিটি চোরটিকে শনাক্ত করতে পারেন। তার নাম বাবুল মিয়া।বাড়ি বাবুরবাজার যুবরাজনগর এলাকায়। সে বিভিন্ন ধরনের নেশা সেবন করে বলেও জানা যায় উল্লেখ থাকে যে বিগত কয়েকদিন পূর্বে বাবুল মিয়া, গৌরনগর জামে মসজিদের দান বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি করে নিয়ে যায় গতকাল সে আবার উক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে স্থানীয়দের অভিযোগ।সেই দুটি মসজিদের দান বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। খবর পাঠানো হয় কৈলাশহর থানায় ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাশহর থানার ইন্সপেক্টর মিকেলা ডারলঙের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী এসে উক্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। বলাবাহুল্যে গৌরনগর পল্টি বাজার এলাকায় অবস্থিত মসজিদের নাকের ডকায় রয়েছে জেলা পুলিশ সুপারের অফিস।

স্থানীয়দের মতে জেলা পুলিশ সুপারের অফিস পাশে থাকার পরেও কিভাবে সেই চুরি কান্ড সংগঠিত করতে পারল সেই চোর সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আবারও বিশালগড় বাইপাসে ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ নভেম্বর।। শুক্রবার রাতে আগরতলার প্রতাপঘরের গাড়ি চালক রামু সরকার বিশালগড় থানায় গিয়ে ছিনতাই এর অভিযোগ করেন। যথারীতি পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে প্রকৃত রহস্য উন্মোচন হয়। অভিযোগকারী রামু সরকার মদমত্ত অবস্থায় ছিলেন। রাতে নেশা কেটে যাওয়ার পর পুলিশের কাছে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরে সে। রামু সরকার স্পষ্টভাবে পুলিশ এবং সাংবাদিকদের জানান ছিনতাইয়ের ঘটনাই ঘটেনি। সে বাইপাসে কয়েকজন পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপান করে। মাতাল রামু সরকার নিজের মোবাইল এবং টাকা কোথায় হারিয়ে ফেলে বলতে পারছেনা। এ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া হয়। তার সন্দেহ বন্ধুরাই মোবাইল নিয়ে গিয়েছে। শনিবার দুপুরে রামু সরকার থানায় গিয়ে জানান তার কোন অভিযোগ নেই। গতকাল মদের নেশায় সে কি বলেছে তা নিজেই জানেনা। এর পর পুলিশ তাকে ব্যক্তিগত বন্ডে ছেড়ে দেয়। বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস জানান পুলিশ অভিযোগ পাওয়া মাত্রই মাঠে নেমে তদন্ত শুরু করে। কিন্তু ছিনতাইয়ের ঘটনা সম্পূর্ন মিথ্যা। বাইপাস সড়কে রাতের বেলায় পুলিশের টহল বাড়ানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

ধর্মনগরে দুইটি হোটেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ নভেম্বর।। ধর্মনগরে হেলথ এন্ড হাইজিন না মেনে শহরের মধ্যে দুটি হোটেল চুটিয়ে ব্যবসা করা যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। জেলা শাসকের কঠোর বার্তা যে যারা বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ের সাথে সরাসরি যুক্ত তারা হেলথ এন্ড হাইজিন সঠিকভাবে মেনে চলছে কিনা তা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন এবং না মানলে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু ধর্মনগর শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে হোটেল তনুশ্রী এবং বাঙালিয়ানা দুটি হোটেল কোন ধরনের হেলথ এন্ড হাইজিন না মেনে নিশ্চিন্তে ব্যবসা করে চলেছে। এই দুটি হোটেলের রান্নাঘরের বেহাল অবস্থা। এত নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে খাবার তৈরি করা হয় এবং তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশন করা হচ্ছে।

তা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকা কতটুকু সাধারণ মানুষ সংসার প্রকাশ করেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা যাদেরকে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা কোন অজ্ঞাত কারণে এইসব এড়িয়ে চলছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। তাই জেলার সাধারণ মানুষ জেলা শাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। মানুষকে সুস্থ রাখতে এইসব হোটেলগুলিতে হেলথ এন্ড হাইজিন মানা একান্ত জরি হয়ে পড়েছে। অন্যথায় মহামারী দেখা দিলে বা খাদ্য বিষক্রিয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সংক্রামিত হতে শুরু করলে কে সামলাবে এই বীভৎস অবস্থাকে।

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু এক পথচারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক পথচারীর। ঘটনা শনিবার তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত দক্ষিণ পুলীনপুর এলাকায় প্রত্যক্ষদর্শীরা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশ ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায় রাস্তার পাশে লুটিয়ে পড়েন অমৃত দাস নামের সেই ব্যক্তি।থেমে নেই সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল। এবার বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু পথচারীর। ঘটনা শনিবার তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত দক্ষিণ পুলীনপুর এলাকায়। জানা গেছে, আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশ ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায় রাস্তার পাশে লুটিয়ে পড়েন এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম অমৃত দাস। প্রত্যক্ষদর্শীরা আহত অবস্থায় এই ব্যক্তিকে তেলিয়ামুরা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অমৃত দাস পেশায় একজন মৎস্য বিক্রেতা। দুর্ঘটনাস্থল থেকে চালক পালিয়ে যায়।

বেআইনী শব্দবাজি বিরুদ্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। বেআইনী শব্দবাজি বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে সদর মহকুমা প্রশাসন। দীপাবলীর আগের দিন মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালায় সদর মহকুমা প্রসাশন।এদিন অভিযানে প্রচুর পরিমাণে শব্দবাজি আটক করেন প্রশাসনিক প্রতিনিধি দল। জনৈক আধিকারিক জানান, শব্দ দূষণ রুখতে মহকুমা শাসকের নির্দেশে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে দু'বস্তা শব্দবাজি আটক করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনে অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, উৎসবের মরশুমে পরিবেশ দূষণ এড়াতে আজকের এই পরিদর্শন।

তেলিয়ামুড়ায় শারদ সম্মান অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ নভেম্বর।। প্রতি বছরের মতন এই বছর তথা ২০২৩ সালের তেলিয়ামুড়া শারদ সম্মান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।পুজোগুলিকে 'শারদ সম্মান' দেয় তেলিয়ামুড়া শারদ সম্মান কমিটি। এ বছরের শারদ সম্মানের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে শুক্রবার সন্ধ্যায়। তেলিয়ামুড়া শহরের দশটি এবং গ্রামীন এলাকায় দশটি পুজো কমিটিকে শারদ সম্মান দেওয়া হয়েছে। বিজয়া দশমিতে কার্নিভালে অংশগ্রহণ করে নয়টি পুজো কমিটি।এরমধ্যে ৫ টি ক্লাব সেরা। বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে চারটি ক্লাব পুজো। কার্নিভালে প্রথম স্থান অধিকার করে প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব, দ্বিতীয় তার যুগ্মভাবে অধিকার করে বুলেট ক্লাব এবং নেতাজি নগর স্মৃতি সংঘ, তৃতীয় স্থান পল্লীমঙ্গল এবং রাজদূত ক্লাব। বাকি ক্লাবগুলিকে সান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়। শহর অঞ্চলের দশটি এবং গ্রামীণ এলাকার দশটি ক্লাবের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুরো পরিষদের পুরো পিতা রূপক সরকার, মহকুমা শাসক অভিজিৎ ভট্টাচার্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রশূন কান্তি ত্রিপুরা সহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দরা।

তিন মাস ধরে বক্সনগরের কো-অপারেটিভ সার্কেল অফিস বন্ধ, জনতার ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১১ নভেম্বর।। নতুন আর্থিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের গ্রাম, পাহাড়, কিংবা শহরের প্রকৃত উন্নয়নের ভাবনাকে উন্নতর করতে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সমবায় কে বেশি করে সমবায় ছাড়া সার্বিক উন্নয়নের আর বিকল্প পথ নেই। তাইতো ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৪৯ সালে ১১ই এপ্রিল সমবায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৫৫ সালের ৭ জানুয়ারি সমবায় আন্দোলনের সাংগঠনিক নেতৃত্বের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের সমবায় সমিত সংগঠন করা হয় তারপর থেকেই সমবায়ের গুরুত্ব।১৯৮৩ সালের তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর হাত ধরে ব্যাপক প্রসার ও প্রচার সমবায় সমিত গ্রুপ কোঅপারেটিভ সোসাইটি আত্মপ্রকাশ করেন এবং প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। সমবায় সকলের সাথে, অর্থনৈতিক বিকাশে, এক অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে গ্রামেগঞ্জে কোঅপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে সরকার বদ্ধপরিকর আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে, বক্সনগর সমবায় সমিতির অফিস খোলা হয়েছিল ২০১৩ অক্টোবর। তৎকালীন সময়ে দুইজন কর্মচারী ছিল বক্সনগর সার্কেল অফিসে। আলেক হোসেন ছিলেন কোপারেটিভ ইনস্পেক্টর তিনি অবসর গ্রহণ করার পর আর একজন স্টাফ ছিল, সে অন্যত্র বদলি হয়ে যায়। তার পরক্ষণেই আবুল হোসেন নামে আরেকজন ইনভেস্টিকেটর দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেন। উনিও একা দীর্ঘদিন যাবত পরিদর্শকের দায়িত্ব বক্সনগর ব্লক এলাকার সার্কেল অফিসে। ত্রিপুরা রাজ্যে ৮ হাজার ৬০০ একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি অফিস রয়েছে। বক্সনগর এলাকায় দুটি ল্যাম্পস দুটি ফেক্স, তাছাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি,এবং অন্যান্য সমিতি নিয়ে মোট ২২ টি সমবায় সমিতি বর্তমানে রয়েছে। বক্সনগর এলাকা সমবায় সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য ব্যাংক নেই ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক দেবার জন্য বক্সনগর এর সমবায় সমিতি পরিচালনা কমিটি দীর্ঘদিন ধরে সরকারের নিকট দাবি করে আসলেও এখন পর্যন্ত কোন কোঅপারেটি ব্যাংক নেই, লেনদেন সমস্ত কাজকর্ম সোনামুড়াতে গিয়ে করতে হয়। তাতে করে সমিতির পরিচালক কমিটির কষ্ট এবং ভোগান্তির শিকার, এখন বর্তমানে আবার প্রায় তিন মাস ধরে বক্সনগর সার্কেল কোঅপারেটিভ অফিস বন্ধ। সমবায় সমিতির যেকোনো পরামর্শ আপডেট এবং সমস্ত বিষয় নিয়ে সার্কেলের ইন্সপেক্টর দের সঙ্গে আলোচনাক্রমেই পৌছানোর একটা লক্ষ্য স্থির করা যেত, কিন্তু অফিস দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় তাও সম্ভব হচ্ছে না, ফলে কো-অপারেটিভ গুলি কে পিছিয়ে পড়ছে অনেক সমবায় সমিতি লসে রান করছে।৩০ /৭/ ২০২৩ সাল ইন্সপেক্টর আবুল হোসেনকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে ধলাই জেলার দুর্গা চৌমুনি সার্কেল অফিসে। বক্সনগর সার্কেল অফিসে নতুন কোন ইনভেস্টিগেটর অফিসার আসেনি, সার্কেল অফিস বন্ধ করে দেয় সরকার, আজও অফিসটিতে তালা তুলছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে বক্সনগর এলাকার সমবায় সমিতি ফ্রেক্স সমস্ত পরিচালন কমিটি এবং সদস্য ও সদস্যদের মধ্যে অভিমান বৃদ্ধি পায়। তাহলে তো রাজ্যের সব জায়গাতে সমবায় সমিতির কর্মকান্ডের মাধ্যমে সব জায়গায় উন্নয়ন হবে, বক্সনগর আত্মসামাজিক মান উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে যাবে,একমাত্র অফিস বন্ধের কারণে, তাই সমস্ত পরিচালক সমবায় সমিতির নেতৃত্বরা বর্তমান সরকারের সমবায় মন্ত্রির নিকট করজোরে আবেদন করছে, বক্সনগর সার্কেল অফিসটি পুনরায় চালু করার জন্য, তাতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে বেকারত্ব গোছাবে, উন্নয়নের দিশা পাবে।

শ্যামা মায়ের আরাধনায় প্রস্তুত উত্তর জেলা সদর ধর্মনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ নভেম্বর।। রাত পোহালেই শ্যামা মায়ের আরাধনা। এই আরাধনা কে সামনে রেখে ধর্মনগরের বিভিন্ন ক্লাব গুলি শেষ মুহূর্তের তুলির টান দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শীতের আবর্তে হিমেল হাওয়ায় শ্যামা পূজার এই আয়োজন ধর্মনগর বাসি তথা ত্রিপুরা রাজ্যের বাসীদের মনে আলাদা একটা দোলা দিয়ে যায়। সারা রাজ্যের মধ্যে উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরের শ্যামা মায়ের আরাধনা একটা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে ইতিমধ্যে। এই আরাধনা একদিন দুদিন নয় চলতে থাকে চার পাঁচ দিন ধরে।

সারা রাজ্য তথা পার্শবর্তী আসাম রাজ্যের বরাক ভ্যালি থেকে হাজার হাজার লোক ধর্মনগরে শ্যামা মায়ের আরাধনা দেখতে আসে। মানুষের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে পুরো পরিষদ সবাই নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যাতে শান্তি প্রিয় মানুষের শান্তি বিঘ্নিত না হয় ঐক্যের উৎসবে। যে ক্লাবগুলি বিশেষ খ্যাতিসহকারে ধর্মনগরে দীর্ঘদিন ধরে শ্যামা মায়ের পূজায় ব্রতী হয়েছে তাদের প্রস্তুতি কে কেমন করেছে তাই কিছুটা তুলে ধরা হচ্ছে। ধর্মনগরের নয়াপাড়াতে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী ক্লাব আমরা সবাই। এবার তাদের ৩১ বছরের নিবেদন। বাজেট রয়েছে ১৭ লক্ষ টাকা।

পূজার থিম রয়েছে গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান। সম্পূর্ণ বিষয় ই এদের স্থানীয় শিল্পীদের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। অপর শহরের ঠিক মাঝখানে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির নাম হচ্ছে ওয়াই এম এ সি। এবার তাদের ৪১ তম নিবেদন। এদের পূজা মন্ডপ বানাতে এবং এই কয়েকদিনের মানুষের সেবায় বাজেট রয়েছে ১৭ লক্ষ টাকা। তারা ভার্টিকাল সিটি এর আদলে তাদের পূজা মন্ডপ তৈরি করছে। শহরের উত্তর প্রান্তে রয়েছে বিশেষ ঐতিহ্যবাহী ক্লাব এরিয়ান্স ক্লাব। প্রতিবার তারা সাধারণ মানুষের জন্য কিছু একটা নতুনত্ব প্রদানের চেষ্টা চালিয়ে যায়। এবার তাদের পূজার মূল আকর্ষণ হচ্ছে মালয়েশিয়ার টুইন টাওয়ার। তাদের বাজেট ৩০ লক্ষ টাকার।

পূজা মন্ডপটি তৈরি করছে নবদ্বীপের শিল্পী কোমল সাধক। প্রতিমাতে রয়েছে বিশেষ বিশেষত্ব। কুমারটুলির শিল্পী এ প্রতিমা তৈরি করছেন এই প্রতিমার বিশেষত্ব কি এখনই ক্লাব কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। ১২ নভেম্বর রাত্রি ৯ টায় অধ্যক্ষের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়েই পূজা মন্ডপের উন্মোচন করা হবে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি তারা পালন করেছে। তাছাড়া ও বস্ত্র দান , অংকন প্রতিযোগিতা এবং রক্তদানের মত মহৎ দান এদের পূজার অঙ্গ হিসেবে রয়েছে। অন্যান্য বছর যেমন করে জনসমুদ্র বসে যায় তাদের পূজা প্রাঙ্গণে এবার একান্ন বছর বয়সে তাই পুনরায় প্রদর্শন করতে বদ্ধপরিকর ক্লাব কর্মকর্তারা। ধর্মনগরের দীননাথ নারায়নী বিদ্যামন্দিরের মাঠে আরেকটি ঐতিহ্যবাহী পূজা হচ্ছে অ্যাটলেটিক ক্লাব। এই পূজার এবার নিয়ে ৬১ বছর পূর্তি অর্থাৎ ৬২ তম পূজা। তাদের পূজার মূল আকর্ষণ হচ্ছে বাসের ঘরে মা। বাজেট রয়েছে ১৫লক্ষ টাকা। এই পূজা মন্ডপে ধর্মনগরে যেসব উন্নয়ন হয়েছে সেসব উন্নয়নের মডেল বানিয়ে প্রদর্শন করা হবে। পূজা মন্ডপ থেকে শুরু করে আলোকসজ্জা প্রতিমা সবকিছুই স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত হচ্ছে। ধর্মনগর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে রেলওয়ে ইয়ংম্যান অ্যাথলেটি ক্লাব। তাদের এবার ৩১ তম নিবেদন। পূজার থিম রয়েছে মাটির ঘরে মা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মির্জা বাজার সংলগ্ন দুই দোকান আগুনে পুড়ে ছাঁই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ নভেম্বর।। অগ্নি কান্ডের ঘটনায় অল্পেতে রক্ষা পেলো কাকড়াবন থানার অন্তর্গত মির্জা বাজারের একাংশ। আজ দুপুর আনুমানিক তিনটা পনেরো মিনিটে মির্জা বাজার স্কুল সংলগ্ন এলাকার দোকান ঘর গুলোতে আগুন লাগে। অগ্নি কান্ডের ফলে দুটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। অল্পেতে রক্ষা পায় আরো চারটি দোকান। দোকান মালিক দীনেশ দেববর্মা কম্পিউটার মেকানিক্সের কাজ করেন। আজ দুপুর আনুমানিক তিনটা পনেরো মিনিটের সময় আচমকা উনার ঘরে আগুন লেগে যায়। কোন কিছু বোঝার আগেই দীনেশ দেববর্মার দোকানের যাবতীয় আসবাবপত্র সহ সমস্ত মাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।খবর দেওয়া হয় কাকড়াবন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের।খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনা স্থলে ছুটে আসেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি দীনেশ দেববর্মার কম্পিউটার মেকানিক্সের দোকান। সাথে আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় সুদেব ভৌমিকের প্যান, জেরক্স, আধার কার্ড সংযুক্তির দোকান ঘরটি। পরিমল দেবনাথের জেরক্স দোকানের মালামাল বের করে নিয়ে আসেন ফলে ওনার দোকান পড়লেও মালামাল পুঁড়ে নষ্ট হয়নি।অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন দক্ষতার সাথে আগুন আয়ত্তে আনেন। বলা যায় অল্পেতে মির্জা বাজারের একাংশ বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে , তবে দোকান ভীটির পেছনে থাকা প্রয়াত ধীরেন্দ্র পালের ছেলে উত্তম পালের খড়ের মোড়লে আগুন লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুন লাগার আসল ঘটনা না জানা গেলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা বৈদুৎতিক তারে পাখি বসার ফলে আগুনের শিখা বা স্ফুলিঙ্গ থেকে বেরোনো আগুন থেকেও অগ্নি কান্ড সংঘটিত হতে পারে বলে অনুমান করেছেন।অগ্নি নির্বাপক দপ্তর ও সাধারন প্রশাসন সঠিক তদন্ত করলে আগুন লাগার আসল ঘটনা জানা যাবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।